Year 11 | Issue 20
14 - 20 JUNE 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ২০
০১ আষাঢ় ১৪৩১
০৬ জুলহাজ্ব ১৪৪৫হি.

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

বৃটেনের যেখানেই বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

১৬ বছরের কমবয়সীদের জন্য স্মার্টফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ হচ্ছে

দেশ ডেস্ক, ১৪ জুন ২০২৪ : শিশু-কিশোর বা কম বয়সীদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা স্মার্টফোন। এ সমস্যা সমাধানে যুক্তরাজ্যে ১৬ বছরের কম বয়সীদের স্মার্টফোন ব্যবহার নিষিদ্ধের পাশাপাশি স্কুলে মোবাইল ব্যবহার বন্ধে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের আহ্বান জ

স্কুলে মোবাইল ব্যবহার বন্ধ, সবধরনের ডিভাইসে প্যারেন্টাল কন্ট্রোল ও অযাচিত কন্টেন্টে প্রবেশ বন্ধে অ্যাপ স্টোরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে

ানিয়েছেন সংসদ সদস্যরা। খবর দ্য গার্ডিয়ান।

হাউজ অব কমন্স শিক্ষা কমিটির সদস্যরা শিক্ষা ও সুস্থতার ওপর স্ক্রিন টাইমের প্রভাব সম্পর্কে একটি প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ সুপারিশ করেন। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে বয়সসীমা নির্ধারণে মন্ত্রীদের কাছে আহ্বান জ
ানানো হয়।

---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

ঈদ মোবারক

যুক্তরাজ্যে পবিত্র ঈদুল আজহা পালিত হবে আগামী ১৬ জুন রোববার। পরদিন ১৭ জুন সোমবার পালিত হবে বাংলাদেশে। ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে পশু কুরবানী করবেন বিশ্বে মুসলমানরা। যুক্তরাজ্যের প্রায় সকল মসজিদে

---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

বেথনাল গ্রীন ও স্টেপনী আসনে নির্বাচনের মৃদু হাওয়া

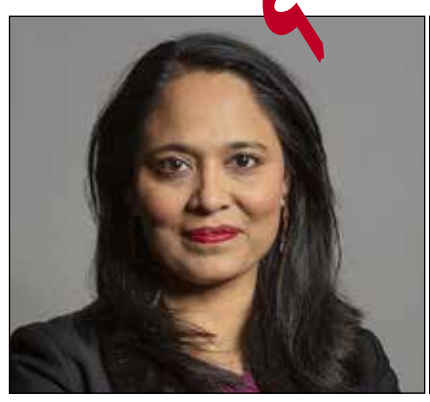

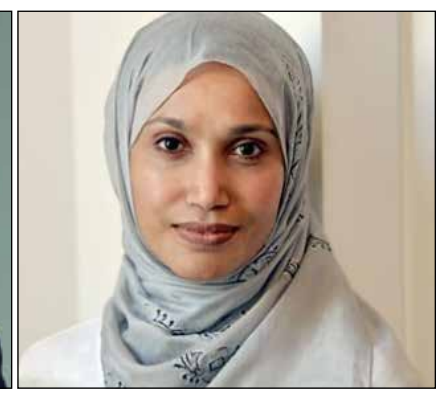

রুশনারার ভোটদুর্গে কতদূর যাবেন মাসরুর

দেশ রিপোর্ট, ১৪ জুন ২০২৪ : আগামী ৪ জুলাই বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনের দিন তারিখ যত ঘনিয়ে আসছে দেশজুড়ে প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা জমে ওঠছে। প্রধানমন্ত্রী রিশি সুনাক আকস্মিক নির্বাচনের দিন-তারিখ ঘোষণা করায় সম্ভাব্য প্রার্থীরা শুরুতেই বেশ ধাক্কা খান।

কারণ পূর্বাভাস ছিলো, আগামী অক্টোবর কিংবা নভেম্বরে নির্বাচন দেবেন প্রধানমন্ত্রী। তাই সেভাবেই প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন প্রার্থীরা। তবে ইতিমধ্যে প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিলের পর প্রচার-প্রাচারণা শুরু হওয়ায় দেশজুড়ে নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছে।

এদিকে দিন যত গড়িয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশী অধ্যুষিত বেথনাল গ্রীন এন্ড স্টেপনী আসনের নির্বাচন নিয়েও কমিউনিটিতে মাতামাতি বাড়ছে। ৪ জুলাইর নির্বাচনে কে নির্বাচিত হতে পারেন-এমন প্রশ্নের জবাবে বেশির ভাগ বাসিন্দাই বলছেন, বর্তমান এমপি রুশনারা আলী। কারণ বেথনাল গ্রীন এন্ড স্টেপনী আসন লেবার পার্টির নিরাপদ দুর্গ এবং রুশনারা আলী দীর্ঘ ১৪ বছরের এমপি। তাই বেশিরভাগ ভোটার মনে করেন তিনিই ফের নির্বাচিত হবেন।

তবে এই আসনের বাসিন্দাদের একটি বিশাল অংশ রুশনারা আলীর প্রতি চরম অসন্তুষ্ট। এর প্রধান কারণ, লেবারের ভোট ব্যাংক থাকায় নির্বাচনে ভোটারদের তেমন তোয়াক্কা করেননা তিনি। পুরো মেয়াদজুড়েই জনবিচ্ছিন্ন থাকেন। নিয়মিত সার্জারী করেন না। কমিউনিটির সভা-সমাবেশে আমন্ত্রণ জানালে তেমন সাড়া দেননা। তাছাড়া গাজায় ইসরাইলের হামলা বন্ধে পার্লামেন্টে অনুষ্ঠিত ভোটাভুটিতে তিনি ভোটপ্রদানে বিরত থাকেন। এ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ ক্যাম্পেইন করেছেন। এসব অভিযোগে কমিউনিটির একটি অংশ তাঁকে এমপি হিসেবে দেখতে চাননা। কিন্তু শক্ত বিকল্প না থাকায় রুশনারা আলীই পুনরায় নির্বাচিত হবেন বলে মনে করেন সিংহভাগ বাসিন্দা।

তবে নির্বাচনে আরো দুইজন বাঙালী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

---- ১৭ নং পৃষ্ঠা ...

ria Money Transfer
Send Money to Bangladesh
Bank Deposit | Cash Pickup | Mobile Wallet
Fast | Safe | Guaranteed

Download the Ria App

ria Money Transfer

Eid al-Adha Mubarak

Ria wishes all Weekly Desh readers
a pious & blessed Eid.

020 7486 4233 Ria Money Transfer riamoneytransfer

Download the app

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

MAN & VAN

Fruits & vegetable wholesale supplier

07582 386 922

www.klsmanandvan.co.uk

৭ম বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ারের সফল সমাপ্তি

রিজেন্সীতে বসেছিলো মানুষের মেলা

দেশীয় সংস্কৃতি, নজরকাড়া ফ্যাশন শো আর হাজারো দর্শনার্থীর অংশগ্রহণে ৭ম লন্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ারের সফল সমাপ্তি ঘটেছে। পূর্ব লন্ডনের রয়েল রিজেন্সিতে এই মেলার আয়োজন করা হয়। দুপুর ১২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ছিলো বিভিন্ন বয়সের মানুষের উপচেপড়া ভীড়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়েছিলো এ যেন এক মানুষের মেলা। ৯ জুন রোববার, ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল ৪টা ছুই ছুই, ওপর থেকে নামলো কেক। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ কেক কেটে মেলার উদ্বোধন করলেন। মেলা জুড়ে ছিল বিয়ের প্রয়োজনীয় ছোট বড় নানা জিনিসের পসরা। দামি ব্র্যান্ডের গাড়ি

---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

হাইকমিশনে বিতরণ কার্যক্রম শুরু

লন্ডনে বসেই পাওয়া যাবে স্মার্ট এনআইডি কার্ড

যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট এনআইডি কার্ড বিতরণ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছে লন্ডন হাইকমিশন। গত ৯ জুন রোববার বিকেলে হাইকমিশনের বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার মোঃ আলমগীর এই কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম।

উদ্বোধনী বক্তব্যে নির্বাচন কমিশনার বলেন, ব্রিটিশ-বাংলাদেশিরাও এখন

তাদের বাড়ি থেকেই (অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে বসেই) ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট এনআইডি কার্ডের জন্য অনলাইনে নিবন্ধন করছেন। প্রয়োজনীয় সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্মার্ট এনআইডি কার্ড বিতরণের কার্যক্রমও আজ থেকে এখানে শুরু

---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

Boost your COVID-19 protection . . .

TOWER HAMLETS

আপনার পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন

কোভিড-১৯ এখনও ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি অবিরাম হুমকি হয়ে আছে।

আপনি বা পরিবারের কোন সদস্য কি ৭৫ বছর বা তার বেশি বয়সী, নাকি দুর্বল ইমিউন সিস্টেমের সাথে বসবাস করছেন? যদি তাই হয়, আপনি এখনই আপনার সুরক্ষা টপ-আপ করতে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ স্প্রিং বুস্টার ভ্যাকসিন পেতে পারেন। **NHS** এর ওয়েবসাইটে গিয়ে অথবা ১১৯ নম্বরে কল করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করুন।

আপনি ডান পাশে উল্লেখিত স্থানীয় ফার্মেসিগুলির কোন একটিতেও যেতে পারেনঃ

North East

Kamsons, E3 3EQ

Green Light, E3 3FF

Lincoln, E3 4QA

Bell Pharmacy Bow, E3 5ES

North West

Britannia, E2 0PG

Florida, E2 6AH

Columbia, E2 7QB

South East

Britannia, E14 0BE

Britannia, E14 0NU

Britannia, E14 3BT

Boots, E14 5NY

Lansbury, E14 6GG

Nash Chemist, E14 7HG

Barkantine, E14 8JH

South West

Shantys, E1 1DB

Chapel, E1 2LX

DMB Chemist, E1 2PR

Jaypharm Chemist, E1 2PS

Green Light, E1 4FG

Medichem, E1 4LR

Sai Chemist, E1 8EJ

Tower, E1W 2RL

Book here

অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

এক রাতেই বেনজীরের খামারের গরু উধাও

ঢাকা, ১২ জুন : গোপালগঞ্জ সদরের শাহপুর ইউনিয়নের ডুমরাসুর গ্রাম। এখানেই পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) গড়ে তুলেছেন সম্পদের সাম্রাজ্য। ৬২১ বিঘা জমির ওপর তার স্ত্রী-সন্তানদের নামে বানিয়েছেন সাভানা ইকো রিসোর্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল পার্ক। পার্কের প্রকল্পের আওতায় আধা কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে রয়েছে একটি বিশাল গরুর খামারও। এটিও বেনজীর আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে গড়া। প্রায় ১৫ কাঠা জমির ওপর স্থাপিত খামারে ২০টির বেশি গরু ও দুটি দুম্বা ছিল। কিন্তু বেনজীর আহমেদের সম্পদ নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চলমান অনুসন্ধানের মধ্যেই উধাও হয়ে যায় সেই গবাদিপশুগুলো। জানা যায়, একরাতেই সব গরু সরিয়ে নেয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার সরজমিন দেখা যায়, ডুমরাসুর গ্রামে অবস্থিত বেনজীরের খামারে কোনো গবাদিপশু নেই। বিশালকার এই খামারে এখন সুনসান নীরবতা।

খামারের ভেতর কিছু খড় ছাড়া আর কিছুই নেই। এ ছাড়া সম্পত্তিটি সোনালী ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ লিখিত একটি সাইনবোর্ড সাঁটানো আছে সেখানে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দুদক অনুসন্ধান শুরুর আগে এই খামারে প্রায় ৪০টির মতো গরু ছিল। ডুমরাসুর গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত ২৭শে মে ঘূর্ণিঝড় রেমাল নিয়ে যখন সবাই আতঙ্কিত সে সময়ই রাতের আঁধারে সরানো হয় সব গরু। আর এই কাজে সমন্বয় করেন খামারের দায়িত্বে থাকা বারেক মিয়া। ঝড়ের মধ্যেই রাত নয়টার দিকে তিনিসহ বেশ কয়েকজন ব্যক্তি দুটি ট্রাকে করে গরুগুলো নিয়ে যান অন্য স্থানে। ১১ মাসের মতো খামারের দায়িত্বে থাকা বারেক মিয়া ঘূর্ণিঝড় রেমালের পর আর ডুমরাসুর এলাকায় ফেরেননি। বেনজীরের খামারের কয়েকশ গজ দূরে অবস্থিত বাড়ির বাসিন্দা রণদাশ বলেন, "খামারের মধ্যে যা গরু

ছিল সব নিয়া ভাগিছে। এখন দেখেন একটাও নাই। যে গরু গুলান ছেলে (ছিল) সব গাই গরু। তিনি আরও বলেন, গরু আগে বেশি ছিল। ৪০টার মতো। নেয়ার আগে ২০টার মতো ছিল। ঘূর্ণিঝড়ের সময় রাতের বেলা দুই ট্রাক ভরে নিয়ে গেছে।" নয়নবল নামের এক নারী বলেন, "এখানে তো সবসময় গরু দেখছি। দুই সপ্তাহ ধরে কিছুই নাই। ওই লোকটাকেও আর দেখি নাই। এর বেশি কিছু জানি না।"

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক নারী বলেন, আমি তো এখানেই থাকি। এটা বেনজীর স্যারের খামার। কয়দিন আগেও ১৮টা গরু ছিল। এখন একটাও নাই। বারেক নাম করে যে বয়স্ক লোক কাজ করতো সে এখানকার না। তার বাড়ি শুনছি ময়মনসিংহে। এখানে চাকরি করতো। আমার কাছ থেকে ডিম কিনছিল ১২টা। দাম না দিয়া চলে গেল। ডুমরাসুর এলাকার বাসিন্দা শ্যামল দত্ত নামের এক যুবক বলেন, আমরা তো ক্ষেত-খামার করে খাই। যাওয়া আসার পথে দেখতাম বারেক গরুকে দেখাশোনার কাজ করতেছে। ওইভাবে কথা হয় নাই কখনো। শুধু জানি এই খামার বেনজীর সাহেবের। পাশের যে রিসোর্ট আছে সেটা আর খামার এক প্রজেক্টের। বারেকের খোঁজ নিতে এই প্রতিবেদক যান বেনজীরের সাভানা ইকো রিসোর্ট অ্যান্ড ন্যাচারাল পার্কের ভেতরে। সেখানে প্রশাসন বিভাগের দায়িত্বে থাকা শাকিল বলেন, আমার কাছে বারেকের ব্যাপারে কোনো তথ্য নেই। তিনি কোথায় কবে কীভাবে গরু নিয়ে গেছেন সেসব কিছুই জানি না। বারেক কতোদিন ধরে চাকরি করছেন এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এক বছরের মতো এখানে কাজ করেছেন। রিসোর্টের এক নিরাপত্তাকর্মী জানান, বারেকের বাড়ি ময়মনসিংহে। তিনি এখানে ১১ হাজার টাকা বেতন পেতেন। এদিকে গোপালগঞ্জে সাভানা ইকো পার্কসহ বেনজীরের সব সম্পদে ক্রোকের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে জেলা প্রশাসন। গত সোমবার দুপুরে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসক কাজী মাহবুবুল আলমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল পার্কটির বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখেন। এসময় কাজী মাহবুবুল আলম বলেন, আপাতত পার্কটি বন্ধ থাকলেও খুব তাড়াতাড়ি আদালতের অনুমতি নিয়ে চালু করা হবে।

ওই সময় গোপালগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ফারহানা জাহান উপমা, দুদক গোপালগঞ্জের উপ-পরিচালক মো. মশিউর রহমান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহসিন উদ্দীনসহ কৃষি ও মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে শনিবার সকাল থেকে পার্কের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় গোপালগঞ্জ ও মাদারীপুর জেলা প্রশাসন। এখন থেকে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী দুই জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে পার্কের যাবতীয় কার্যক্রম চলবে। সাবেক আইজিপি ও র‍্যাবপ্রধান বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ এনে জাতীয় দৈনিকে সংবাদ প্রকাশ হয় গত মার্চে। এরপরই বেনজীর আহমেদ, তার স্ত্রী জিশান মির্জা, মেয়ে ফারহিন রিশতা বিনতে বেনজীর ও তাহসিন রাইসা বিনতে বেনজীরের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদের খোঁজে গত ১৮ই এপ্রিল অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ২৩ ও ২৬শে মে বেনজীর, তার স্ত্রী ও দুই কন্যার নামে থাকা অবৈধ বিশাল সম্পদ জব্দের আদেশ দেন আদালত। একইসঙ্গে তাদের ব্যাংক হিসাব ও শেয়ার অবরুদ্ধ করারও আদেশ দেয়া হয়। এ ছাড়া তাদের নামে থাকা ৬২৭ বিঘা জমি ও গুলশানের চারটি ফ্ল্যাট জব্দ এবং ৩৮টি ব্যাংক হিসাব ও বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার অবরুদ্ধ করার আদেশ দেন ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন।

দুদক সূত্রে জানা গেছে, শুধু দেশের ভেতরেই নয়, বাইরেও অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়েছেন বেনজীর আহমেদ। অবসরে যাওয়ার পর তিনি তুরস্কে নাগরিকত্ব নিয়েছেন কয়েক কোটি টাকায়। মালয়েশিয়া মাই সেকেন্ড হোম প্রকল্পের আওতায়ও করেছেন বিনিয়োগ। স্ত্রী জিশান মির্জার নামে সেকেন্ড হোম করেছেন স্পেনে। এ ছাড়া দুবাইয়ের পাম জুমেরা ও মেরিনা এলাকায় নামে-বেনামে বেনজীরের বেশ কয়েকটি অ্যাপার্টমেন্টের খোঁজ পেয়েছে দুদক। দুবাইয়ের মস্কো নামের একটি হোটেলে তিনি বিনিয়োগ করেছেন বলেও তথ্য আছে সংস্থাটির কাছে।

এদিকে বেনজীরের অবৈধ সম্পদ অর্জনে সহায়তাকারী পুলিশ কর্মকর্তা, ভূমি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদসহ অন্যদেরও তালিকা করছে দুদক। তালিকা তৈরির পর তাদের বিরুদ্ধেও অনুসন্ধান শুরু করবে সংস্থাটি। তাদেরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে বলে জানিয়েছে সূত্র। ঢাকা, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় অবৈধ সম্পদের বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছেন বেনজীর আহমেদ। এসব এলাকার ভূমি অফিসের সাব-রেজিস্ট্রারদের নাম তালিকায় থাকতে পারে বলে ধারণা করছে দুদক।

বাংলাদেশের কারাগারে আটক ৩৬৩ জন বিদেশি নাগরিক, বেশি ভারতের

২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট থেকে চলতি বছরের ৩১ মে পর্যন্ত হত্যা ও অস্ত্র মামলায় ৯৯৪ জন রোহিঙ্গাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ঢাকা, ১২ জুন : বাংলাদেশের কারাগারে ৩৬৩ জন বিদেশি নাগরিক আটক রয়েছে বলে জাতীয় সংসদকে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

বুধবার জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরে সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিনের প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে ১৬টি দেশের নাগরিক আটক রয়েছে। এর মধ্যে সব থেকে বেশি ভারতের। দেশটির ২১২ জন নাগরিক বাংলাদেশের কারাগারে আটক আছে। ভারতীয়দের মধ্যে ১১ জন কয়েদি, ৫৩ জন হাজতি এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ১৪৮ জন।

এছাড়া মিয়নামারের ১১৪ জন আটক রয়েছে বাংলাদেশের কারাগারে। এর মধ্যে ৫৮ জন কয়েদি, ৫০ জন হজরি ও মুক্তিপ্রাপ্ত ৬ জন।

অন্যান্য দেশের মধ্যে পাকিস্তানের ৭ জন, নাইরেজিয়া ও মালয়েশিয়ার ৬ জন করে, চীন ও বেলারুশের ৪ জন করে, ক্যামেরুন ও পেরুর ২ জন করে এবং আমেরিকা, বতসোয়ানা, জর্জিয়া, তানজানিয়া, মালয় ও অ্যাংগোলার এক জন করে নাগরিক আটক রয়েছে।

স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হয়।

চট্টগ্রাম-১ আসনের মাহবুব উর রহমানের প্রশ্নে আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী সংগঠনগুলোকে চিহ্নিত করে পর্যায়ক্রমে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে।

২০১৭ সালের ২৫ অগাস্ট থেকে চলতি বছরের ৩১ মে পর্যন্ত হত্যা ও অস্ত্র মামলায় ৯৯৪ জন বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিককে (রোহিঙ্গা) গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

তিনি আরও বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে সন্ত্রাসীদের দমনে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্বতন্ত্র মোহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সিলেট কারাগারসহ দেশের অন্যান্য কারাগারে বিচার বহির্ভূত কোনো বন্দি নেই। তবে পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে ৬২১ জন বন্দির মামলা চলমান রয়েছে।

স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদীর প্রশ্নে মন্ত্রী জানান, ট্রাফিক পুলিশদের উচ্চ তাপমাত্রা থেকে স্বস্তি দিতে বর্তমানে প্রচলিত পোশাকের গুণগত মান পরীক্ষা করার পাশাপাশি প্রয়োজনে আরো আরামদায়ক পোশাক সরবরাহ করার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।

নুরুন্নবী চৌধুরীর প্রশ্নে আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক ২০০৯ সাল থেকে ২০২৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১১ লাখ ১৩ হাজার ৪৭০টি মামলা দায়ের করে ১৪ লাখ ১৪ হাজার ৫২৪ জন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

স্বতন্ত্র সদস্য আব্দুল কাদের আজাদের প্রশ্নে তিনি বলেন, আইন-প্রয়োগকারী বিভিন্ন সংস্থা ২০২৩ সালে ৯৭ হাজার ২৪১টি মামলা দায়ের করে এক লাখ ২০ হাজার ২৮৭ জন মাদক কারবারিকে আইনের আওতায় এনেছে।

চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৩৬টি মামলা করে ৩৬ হাজার ৫৯২ জন মাদক কারবারিকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

রাজশাহী-৩ আসনের আসাদুজ্জামান আসাদের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ২০০৬ সাল থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে দুই লাখ ১২ হাজার ৭৬২ জন এবং বেসরকারি পর্যায়ে ২০১২ সাল থেকে এ পর্যন্ত এক লাখ ৫০ হাজার ৮৬৭ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ থেকে পাঁচে নেমে গেলেন সাকিব

ঢাকা, ১২ জুন : ক্রিকেট মাঠে সাকিব আল হাসানের সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। বিশ্বকাপে বাংলাদেশি অলরাউন্ডারের পারফরম্যান্স রীতিমতো নাজুক। এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলে ৪ ওভার বোলিং করে উইকেটশূন্য। ব্যাট হাতে দুই ম্যাচে রান করেছেন মাত্র ১২। এমন পারফরম্যান্সের প্রভাব পড়ল আইসিসি র‍্যাংকিংয়েও।

টি-টোয়েন্টি র‍্যাংকিংয়ে অলরাউন্ডার ক্যাটাগরিতে শীর্ষে থেকে এক লাফে পাঁচ নম্বরে নেমে গেছেন সাকিব। সাকিবের ওপরে উঠে গেছেন আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবি, অস্ট্রেলিয়ার মার্কাস স্টয়নিস, শ্রীলংকার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা।

বিশ্বকাপের আগে অলরাউন্ডার ক্যাটাগরিতে ২২৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিলেন সাকিব। গত দুই ম্যাচে বাজে পারফরম্যান্সের কারণে সাকিব ১৫ রেটিং হারিয়েছেন। যাতে এক থেকে পাঁচে নেমে গেছেন বাংলাদেশি অলরাউন্ডার। সাকিবের বর্তমান রেটিং পয়েন্ট ২০৮।

গত পাঁচ বছরে এই প্রথম র‍্যাংকিংয়ের পাঁচে নেমে গেলেন সাকিব। এর আগে ২০১২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর সর্বশেষ র‍্যাংকিংয়ের পাঁচে ছিলেন তিনি।

সাকিবের পতনের দিনে বড় লাফ দিয়েছেন তাওহিদ হৃদয় ও মোস্তাফিজুর রহমান। বিশ্বকাপে শ্রীলংকার বিপক্ষে ২০ বলে ৪০ ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩৪ বলে ৩৭ রান করা তাওহিদ হৃদয় ৩২ ধাপ এগিয়ে ব্যাটিংয়ে ২৭ নম্বরে উঠে এসেছেন।

মোস্তাফিজুর রহমান বোলিংয়ে এগিয়েছেন ১০ ধাপ। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৪ ওভারে ১৮ রান খরচায় উইকেটশূন্য থাকলেও শ্রীলংকার বিপক্ষে ১৭ রানে ৩ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন মোস্তাফিজ। বাংলাদেশি পেসার এখন ১৩ নম্বরে অবস্থানে।

তাসকিন আহমেদ ৮ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ১৯তম অবস্থানে। লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন ২৪ ধাপ এগিয়ে এখন অবস্থান করছেন ৩০ নম্বরে।

তৃতীয় দফায় বেনজীরের ৮ ফ্ল্যাট, ৯১ একর জমি ক্রোকের নির্দেশ

ঢাকা, ১২ জুন : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের পরিবারের সদস্যদের নামে আরও সম্পত্তি ও ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মোহাম্মদ আসসামছ জগলুল হোসেন দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন।

জব্দ হওয়া সম্পদ ও ফ্ল্যাটের মধ্যে- রূপগঞ্জে ২৪ কাঠা জমি, উত্তরায় ৩ কাঠা, বাড্ডায় ৩৯ দশমিক ৩০ জমির ওপর দুটি ফ্ল্যাট, বান্দরবান জেলায় ২৫ একর জমি, স্ত্রী জিসানের নামে আদাবর থানার পিসিকালচার এলাকায় ৬টি ফ্ল্যাট, গুলশানে বাবার কাছ থেকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি মূলে সম্পত্তিতে ৬ তলা ভবন, সিটিজেন টিভির শেয়ার ও টাইগার এপারেলসের শেয়ার রয়েছে।

মামলার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দুদকের উপ-পরিচালক হাফিজুল ইসলাম এ আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিজ নামে, স্ত্রী জীশান মীর্জা ও কন্যাদের নামে দেশ-বিদেশে শত শত কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বর্হিভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ করা হয়েছে।

অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যাচ্ছে, অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের মালিকানাধীন ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন। যা করতে পারলে মামলার অনুসন্ধানের ধারাবাহিকতায় মামলা দায়ের, চার্জশিট দাখিল, আদালত কর্তৃক বিচার শেষে সাজা অংশ হিসেবে অপরাধলব্ধ

আয় থেকে অর্জিত সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরণসহ সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তাই অনুসন্ধান শেষে মামলা দায়ের, তদন্ত শেষে চার্জশিট দাখিল, এরপর আদালত কর্তৃক বিচার শেষে সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের সুবিধার্থে তথা সুষ্ঠু অনুসন্ধান ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ ক্রোক ও অস্থাবর সম্পত্তি ফ্রিজ করা একান্ত প্রয়োজন। দুদকের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর।

এর আগে গত ২৩ ও ২৬ মে দুই দফায় বেনজীর আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের ৬২১ বিঘা জমি জব্দের আদেশ দেন আদালত। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি জমির মালিক বেনজীরের স্ত্রী জীশান মীর্জা। তার নামে প্রায় ৫২১ বিঘা জমি খুঁজে পেয়েছে দুদক। বাকি ১০০ বিঘার মতো জমি রয়েছে বেনজীর, তার তিন মেয়ে ফারহিন রিশতা বিনতে বেনজীর, তাহসিন রাইশা বিনতে বেনজীর ও জারা জেরিন বিনতে বেনজীর এবং স্বজন আবু সাঈদ মো. খালেদের নামে।

বেনজীর আহমেদের স্ত্রী জীশান মীর্জার নামে মাদারীপুরের সাতপাড় ডুমুরিয়া মৌজায় ২৭৬ বিঘা জমি পাওয়া গেছে। ২০২১ ও ২০২২ সালের বিভিন্ন সময় ১১৩টি দলিলে এসব জমি কেনা হয়। দলিলমূল্য দেখানো হয় মোট ১০ কোটি ২২ লাখ টাকা। ৮৩টি দলিলে ৩৪৫ বিঘা জমি জব্দের আদেশ দেন আদালত। যার দলিলমূল্য দেখানো হয়েছিল ১৬ কোটি ১৫ টাকার কিছু বেশি।

এছাড়া বেনজীর আহমেদের পরিবারের সদস্যদের নামে গুলশানে যে চারটি ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ দেন আদালত। তার মধ্যে তিনটি তার স্ত্রীর নামে এবং একটি ছোট মেয়ের নামে। দুটি ফ্ল্যাটের আয়তন ২ হাজার ৩৫৩ বর্গফুট, দাম ৫৬ লাখ টাকা করে। বাকি দুই ফ্ল্যাটের আয়তন ২ হাজার ২৪৩ বর্গফুট করে, দাম সাড়ে ৫৩ লাখ টাকা করে। চারটি ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে একই দিন একই ভবনে। ভবনটির নাম র‍্যানকন আইকন টাওয়ার।

হাইকোর্টের বিস্ময়

একজন আইজিপি কীভাবে এত সম্পদের মালিক

ঢাকা, ১২ জুন : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদের মতো একজন সরকারি কর্মকর্তা কীভাবে অঢেল সম্পত্তির মালিক হলেন, সেই প্রশ্ন তুলে

বিস্ময় প্রকাশ করেছে হাইকোর্ট। হাইকোর্ট বলেন, বিষয়টি আমাদের হতবাক করেছে। মঙ্গলবার বিচারপতি কামরুল কাদের ও খিজির হায়াতের বেঞ্চ যশোরে স্থানীয় সরকার বিভাগের কয়েকটি সেতু নির্মাণে অনিয়মের শুনানিকালে সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ প্রসঙ্গে এ উষ্মা প্রকাশ করেন।

রিটকারী আইনজীবী শামসুল হক সাংবাদিকদের বলেন, যশোরে স্থানীয় সরকার বিভাগের কয়েকটি সেতু নির্মাণে অনিয়মের শুনানিকালে আদালত বলেন, আপনাদের অনিয়মের বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখবো। দেশ-বিদেশে আলোচিত-সমালোচিত হচ্ছে একজন সরকারি কর্মকর্তার অনিয়ম-দুর্নীতি। একজন আইজিপি কীভাবে এত অঢেল সম্পদের মালিক হলেন। এটি আমাদের বিস্মিত করেছে। রিটকারীর আইনজীবী শামসুল হক বলেন, 'খুব দুর্ভাগ্যজনক পুলিশ প্রধান যিনি এবং অত্যন্ত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে বেনজীর, কোর্ট বললেন। এ রকম মেধাসম্পন্ন ছেলে যখন সম্পদের পাহাড় গড়তে থাকে, তখন দেশ কীভাবে টিকবে?'

Our Services:
- Accounts for LTD company
- Restaurants & Takeaway
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll & CIS
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

TAJ ACCOUNTANTS

We are registered licence holder in public practice

AAT Magazine Cover Page July-August 2017

AWARDS 2017

TAKE CONTROL OF YOUR FINANCE

Taj Accountants
69 Vallance Road
London E1 5BS
tajaccountants.co.uk

Direct Lines:
07428 247 365
07528 118 118
020 3759 5649

BENECO financial services

1st time buyer Mortgage

বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন
020 8050 2478
আমরা আমাদের এক্সটেনসিভ মর্টগেজ ল্যান্ডার্স প্যানেল থেকে সবধরণের মর্গেজ করে থাকি।

মর্গেজ মর্গেজ মর্গেজ
বাড়ি কিনতে চান?
- পর্যাপ্ত আয়ের অভাবে মর্গেজ পাচ্ছেন না?
- ক্রেডিট হিস্ট্রি ভালো নয়
- লেনদেনে 'ডিফল্ট' হিসেবে চিহ্নিত
- সময়মতো মর্গেজ পেমেন্ট পরিশোধ ব্যর্থতা
- রাইট টু বাই সুবিধা

Beneco Financial Services
5 Harbour Exchange
Canary Wharf
London E14 9GE.
Tel : 020 8050 2478
E: info@benecofinance.co.uk
St: 31/05- 30/06

baRakah Money Transfer
বারাকাহ মানি ট্রান্সফার

SEND MONEY 24/7
ANY BANK, ANY BRANCH USING BARAKAH MONEY TRANSFER APP.

বারাকাহ মানি ট্রান্সফার APP (এ্যাপ) এর মাধ্যমে দিনে-রাতে ২৪ ঘন্টা 24/7 দেশের যে কোন ব্যাংকের যেকোন শাখায় টাকা পাঠান নিরাপদে।

প্রতিটি মুহূর্তে টাকার রেইট ও বিস্তারিত তথ্য জানতে লগ্ অন করুন
www.barakah.info

হাফিজ মাওলানা আবদুল কাদির
প্রতিষ্ঠাতা ঃ বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
M: 07932801487

baRakah Money Transfor বারাকাহ মানি ট্রান্সফার
131 Whitechapel Road
London E1 1DT
(Opposite East London Mosque)

App Store | Google play
Send money 24/7 using Barakah Money Transfer App

TAKA RATE LINE : 020 7247 0800

এমপি আনারের মেয়ে

অপরাধীদের ছাড়িয়ে নিতে তদবির হচ্ছে, বড় বড় জায়গার ফোন আসছে

ঢাকা, ১২ জুন : সংসদ সদস্য আ নোয়ারুল আজীম আনার হত্যার বিচার কোনো চাপে যেন বন্ধ না হয়- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সেই দাবি জানিয়েছেন এমপি আনারের কন্যা মুমতারিন ফেরদৌস ডরিন।

জড়িতদের ছাড়িয়ে নিতে তদবির হচ্ছে, বড় বড় জায়গা থেকে ফোন আসছে- এমন কথা শুনেছেন বলেও

জানান তিনি।

বুধবার (১২ জুন) বিকেলে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের এসব কথা জানান এমপি আনারের কন্যা।

ডরিন বলেন, 'আমি আসলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এজন্য এসেছি যে আমার বাবা যে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, সেটার যাতে সঠিক বিচার হয়। সঠিক বিচারটা যাতে আমাকে নিশ্চিত করেন, সেই দাবি জানাতে।'

তিনি বলেন, 'জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এরই মধ্যে অনেককে আটক করা হয়েছে। আমি শুনেছি, অপরাধীদের বাঁচাতে অনেক জায়গা থেকে তদবির করা হচ্ছে। তাদের যেন ছেড়ে দেওয়া হয়, সেজন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।'

'কোনো তদবিরের চাপে পড়ে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার যাতে বন্ধ করার চেষ্টা না হয়, চাপের মুখে যাতে সঠিক তদন্ত বন্ধ করা না হয়, সেই দাবি জানিয়েছি। আমি সঠিক বিচার চাই।'

এমপি আনারের কন্যা বলেন, 'আমি বলতে চাই, গ্যাস বাবু নামে যাকে আটক করা হয়েছে, তিনি আমার বাবার প্রতিপক্ষ নয়। আমাদের সঙ্গে তার কোনো শত্রুতাও নেই। আমার মনে অনেক প্রশ্ন জাগছে। গত ১৭ তারিখ (১৭ মে) তার সঙ্গে ভাঙ্গায় দেখা হয়েছে, সেখানে একটা টাকা দেওয়ার লেনদেনের কথা উঠেছে, যা আমি খবরে শুনেছি।'

মুমতারিন ফেরদৌস বলেন, 'আমার কথা হলো, এই টাকার জোগানদাতা কে? কেন তারা এটা করিয়েছে? আ পনারা দেখেছেন, তাকে আটকের আগে থানায় তিনি জিডি করেছেন যে তার তিনটি ফোন হারিয়ে গেছে। একই দিনে একজন মানুষের তিনটি ফোন কীভাবে হারিয়ে যায়, সেটাও আমার প্রশ্ন। এগুলো কী পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে, সে তো আমার বাবার শত্রু নয়। এই কাজগুলো কে করাচ্ছে, সেটা আমি বারবার বলেছি।'

তিনি বলেন, 'জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু চাচাকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি নিয়ে গেছে। অবশ্যই তাদের কাছে সত্যিকারের কোনো তথ্য-প্রমাণ আছে, সেটা আমি নিজেও জ ানি। সেই প্রমাণের সাপেক্ষেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

নয়া সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান

ঢাকা, ১২ জুন : চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) লেফটেন্যান্ট জে নারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে জে নারেল পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক সেনাবাহিনীর প্রধান পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আ ইএসপিআর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। আগামী ২৩ জুন বিকাল থেকে তার এই নিয়োগ কার্যকর হবে। যোগদানের পর থেকে ৩ বছর তিনি সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। সেনাপ্রধান জেনারেল এসএম শফিউদ্দিন আহমেদের স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি। লেফটেন্যান্ট জে নারেল ওয়াকার-উজ-জামান ১৯৮৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর ১৩তম দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। তিনি ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ, মিরপুর এবং যুক্তরাজে ্যর জয়েন্ট সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। এ ছাড়াও, তিনি জ াতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মাস্টার্স অব ডিফেন্স স্টাডিজ' এবং যুক্তরাজে ্যর কিংস কলেজ, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে 'মাস্টার্স অব আ র্টস ইন ডিফেন্স স্টাডিজ' ডিগ্রি অজ র্ন করেন। দীর্ঘ ৩৯ বছরের বর্ণাঢ্য সামরিক ক্যারিয়ারে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের পাশাপাশি নবম পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং এবং সাভার এরিয়া কমান্ডার, সেনাসদরে সামরিক সচিব এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এ ছাড়াও তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার

হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ই জুন ২০১০ পর্যন্ত ১৭ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক ও অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। এসময় তিনি তৎকালীন বিডিআর বিদ্রোহ দমনে নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ২৭শে জুলাই ২০১১ থেকে ১১ই নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত দুই বছরেরও বেশি সময় ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জিওসি হিসেবে ২রা এপ্রিল ২০১৪ থেকে ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত তিন বছর নবম পদাতিক ডিভিশন কমান্ড করেন। এরিয়া কমান্ডার, সাভার এরিয়া ও জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) নবম পদাতিক ডিভিশন হিসেবে তিনি টানা তিন বছর অত্যন্ত সফলভাবে বিজয় দিবস প্যারেড- ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ এর প্যারেড কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। এই বিরল কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'সেনাগৌরব পদক' (এসজিপি)-এ ভূষিত হন। স্টাফ হিসেবে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত একটি ব্রিগেড, স্কুল অব ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাকটিকস (এসআ ইএন্ডটি) এবং সেনা সদরে বিভিন্ন পদবি ও নিয়োগে দায়িত্ব পালন করেন।

[Frames subject to availability]. Cannot be used with any other offers. Second pair from the same price range or below. Both pairs include standard 1.5 single-vision lenses (or 1.6 for £170 Rimless ranges). Varifocal/bifocal: pay for lenses in first pair only. Excludes SuperDigital, SuperDrive varifocals, SuperReaders 1-2-3 occupational lenses and safety eyewear. Additional charge for extra lens options.

দোষী সাব্যস্ত হলে ‘যাবজ্জীবনও হতে পারে’ নোবেলজয়ী ইউনূসের

ঢাকা, ১২ জুন : দুদকের আইনজীবী বলেন, “জাল জালিয়াতি করে ডকুমেন্ট সৃজন করে শ্রমিকদের জন্য সেটেলড ৪৩৭ কোটির মধ্যে ২৬ কেটি টাকা তারা সরিয়েছিলেন।”

আত্মসাৎ ও মানি লন্ডারিংয়ের যে মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ ইউনূস অভিযুক্ত হয়েছেন, তাতে দোষী সাব্যস্ত হলে এই নোবেলজয়ীর সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে বলে জানিয়েছেন দুদকের আইনজীবী।

ঢাকার ৪ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক সৈয়দ আরাফাত হোসেন বুধবার ইউনূসসহ এ মামলার ১৪ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন। সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য ১৫ জুলাই দিন ঠিক করে দিয়েছেন তিনি।

এ মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক-কর্মচারীদের লভ্যাংশের ২৫ কোটি ২২ লাখ টাকা আত্মসাৎ এবং ওই অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ আনা হয়েছে আসামিদের বিরুদ্ধে। দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২)(৩) ধারায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।

অভিযোগ গঠনের শুনানির পর দুদকের আইনজীবী মোশাররফ হোসেন কাজল সাংবাদিকদের বলেন, “জাল জালিয়াতি করে ডকুমেন্ট সৃজন করে শ্রমিকদের জন্য সেটেলড ৪৩৭ কোটির মধ্যে ২৬ কেটি টাকা তারা সরিয়েছিলেন। জাল ডকুমেন্ট তৈরি করেছিলেন তা ব্যবহার করেছিলেন নিজে লাভবান হওয়ার জন্য।

“যে সব গ্রাউন্ডে এ মামলায় ড. ইউনুস, গ্রামীণ টেলিকম কোম্পানির শ্রমিক-কর্মচারী নেতা, তাদের আইনজীবীসহ অভিযোগ গঠন করা হয়েছে, তা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন বিচারক। মামলায় যেসব অভিযোগ রয়েছে তা সাক্ষ্য প্রমাণের ব্যাপার, সে কারণে চার্জ গঠন করা হয়েছে।”

তিনি বলেন, “এ মামলায় যেসব ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছে, তার মধ্যে দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা রয়েছে। এ ধারার সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন। অপরাধ প্রমাণিত হলে ড. ইউনূসের সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে। সর্বনিম্ন ১০ বছরের সাজা হতে পারে।”

দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো সম্পত্তি বা কোনো সম্পত্তির উপর কর্তৃত্বের ভারপ্রাপ্ত কেউ সম্পত্তির বিষয়ে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

এছাড়া মানিলন্ডারিংয়ের যে ধারায় অভিযোগ গঠন হয়েছে, সেই ধারায় অপরাধ প্রমাণিত হলে এ মামলার আসামিদের সর্বোচ্চ ১২ বছর এবং সর্বনিম্ন চার বছরের সাজা হতে পারে বলে জানান কাজল।

ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টাকে ‘শান্তি স্থাপন’ বিবেচনা করে ২০০৬ সালে ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংককে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। সরকারের অর্থায়ন ও সহযোগিতায় গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইউনূস এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।

২০১১ সালে অবসরের বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ায় তার পদে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তোলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ওই বছর মার্চে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন ইউনূসকে অব্যাহতি দেয়, তখন তার বয়স প্রায় ৭১।

ইউনূস কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওই আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে যান এবং দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর আপিল বিভাগের আদেশে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্তৃত্ব হারান।

চলতি বছরের ১ জানুয়ারি শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের করা মামলায় ইউনূস গ্রামীণ টেলিকমের চার কর্মকর্তাকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেয় ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালত। ওই রায়ের বিরুদ্ধে শ্রম আপিল আদালতে আপিল করেছেন ইউনূস।

তিনি বরাবরই এসব অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন। সরকারের দিকে ইংগিত করে ইউনূস বলে আসছেন, তিনি ‘হয়রানির’ শিকার।

ইউনূস কী বলছেন?

অভিযোগ গঠনের শুনানি শেষে আদালত থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ইউনূস। সেখানে তিনি সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান। সাংবাদিকরা জানতে চান, আনুষ্ঠানিকভাবে এ মামলায় অভিযোগ গঠন হল, এটাকে তিনি ‘হয়রানি’ কেন বলছেন।

উত্তরে ইউনূস বলেন, “যেটার বিচার হবে, সেটা বুঝতে পারছি না আর কি। এটাই হচ্ছে হয়রানি। আমার কাছে, আমার সহকর্মীদের কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। আমরা সারাজীবনতো মানুষের সেবাতেই কাটিয়ে দিই। সেবা করার জন্য অর্থ আত্মসাৎ করতে আমরা আসিনি। অর্থ ব্যয় করার জন্য এসেছি।”

আদালতে আসামিকে লোহার খাঁচায় রাখার যে নিয়ম, তা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ইউনূস।

তিনি বলেন, “শুনানি চলাকালে একজন নিরপরাধ নাগরিককে একটা লোহার খাঁচার ভেতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার বিষয়টি অত্যন্ত অপমানজনক। অনেক হয়রানির মধ্যে আছি। সেটারই অংশ, এটা চলতে থাকবে।

“আজকে সারাক্ষণ খাঁচার মধ্যে ছিলাম আমরা সবাই মিলে। যদিও আমাকে বলা হয়েছিল যে, আপনি থাকেন। আমি বললাম, সবাই যাচ্ছে, আমিও সঙ্গে থাকি। সারাক্ষণই খাঁচার ভেতরে ছিলাম।”

ইউনূস বলেন, “যারা আইনজ্ঞ আছেন, বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত আছেন, তারা পর্যালোচনা করে দেখুন, এটা (খাঁচা) রাখার দরকার আছে? নাকি সারা দুনিয়ায় সভ্য দেশে যেভাবে হয়, আমরাও সভ্য দেশের তালিকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারি?”

ইউনূসের মন্তব্যের বিষয়ে সাংবাদিকরা দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দুদকের আইনজীবী কাজল বলেন, “ড. মুহাম্মদ ইউনুস

অনেক দিন থেকেই এটা বলছেন। উনি আসলে এটা বলার জন্যই বলছেন। তাকে কখন কী অবস্থায় সরকার কী করেছে তা আমার তো জানা নেই। সুতরাং তা বলতে পরেব না।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer

Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

পুলিশ কনস্টেবলের গুলিতে আরেক কনস্টেবল নিহত, গাড়িচালক গুলিবিদ্ধ

ঢাকা, ৯ জুন : রাজধানীর গুলশান-বারিধারার কূটনীতিক এলাকায় ফিলিস্তিন দূতাবাসের সামনে গুলিতে মনিরুল ইসলাম নামের এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন জাপান দূতাবাসের এক গাড়িচালকও। এ ঘটনায় কাউসার নামের আরেক পুলিশ কনস্টেবলকে হেফাজতে নিয়েছে গুলশান থানা-পুলিশ।

শনিবার দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটের দিকে এই গুলির ঘটনা ঘটে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গণমাধ্যম ও জনসংযোগ বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মো. ফারুক হোসেন।

কনস্টেবল মনিরুল ও কাউসার 'ডিপ্লোম্যাটিক সিকিউরিটি জোনে' কর্মরত

ছিলেন। গুলিবিদ্ধ গাড়িচালকের পরিচয় তাৎক্ষণিক জানা যায়নি। ডিএমপির গুলশান বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) রিফাত রহমান শামীম বলেন, শনিবার দিবাগত রাত ১২টা ৫ মিনিটের দিকে ফিলিস্তিন দূতাবাসের সামনে পুলিশ কনস্টেবল কাউসারের এলোপাতাড়ি গুলিতে কনস্টেবল মনিরুল নিহত হন। এ ছাড়া জাপান দূতাবাসের একজন গাড়িচালক (সিভিল স্টাফ) গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁকে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রিফাত রহমান আরও বলেন, কনস্টেবল কাউসারকে নিরস্ত্র করে গুলশান থানায় নেওয়া হয়েছে। অবশ্য তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনার কারণ জানাতে পারেননি তিনি।

কলকাতায় এমপি আনার হত্যাকাণ্ড

মিন্টু গ্রেপ্তার, টার্গেট ছিল এমপি হওয়ার

ঢাকা, ১২ জুন : শঙ্কা-সন্দেহ ছিল আগে থেকেই। তদন্ত-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারাও বলেছিলেন তিন বারের এমপি, সিনিয়র রাজনৈতিক ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ী আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যাকাণ্ডের পেছনের হোতা শুধু তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আখতারুজ্জামানই নয়; এর পেছনে আরও শক্তিশালী কেউ জড়িত থাকতে পারে। আনার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ঘাতক শিমুল ভূঁইয়া আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়ার পর কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কারণ শিমুল তদন্ত কর্মকর্তাদের এমন কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য দেন যা এই হত্যাকাণ্ডের মোড় অনেকটা ঘুরিয়ে দিয়েছে। আনার হত্যায় ঝিনাইদহ আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ফেঁসে যাচ্ছেন বলেও গুঞ্জন ছিল। এরইমধ্যে শনিবারই গ্রেপ্তার করা হয় জেলা আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কাজী কামাল আহমেদ ওরফে বাবুকে। শিমুল ভূঁইয়া ও বাবুর দেয়া তথ্যমতেই কয়েকদিন ধরে নজরদারিতে রাখা হয়েছিল ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুকে। অবশেষে মঙ্গলবার তাকে ঢাকার ধানমণ্ডি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি।

তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, আনার হত্যাকাণ্ডটি অনেকটা কাটআউট পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনাকারীরা এক হলেও তাদের একটি অংশের সঙ্গে মিশন বাস্তবায়নকারীদের যোগাযোগ ছিল না। বিশেষকরে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশন

বাস্তবায়নকারীদের বিস্তর দূরত্ব ছিল। শুধুমাত্র কিলার শিমুল ভূঁইয়ার সঙ্গে ১৬ই মে বাবুর মোবাইলে কথাবার্তা ও হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ চালাচালি এবং ফরিদপুরের ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে সাক্ষাৎ হয়। যার তথ্যপ্রমাণ পেয়েছেন তদন্ত কর্মকর্তারা। শিমুল ভূঁইয়াও তার স্বীকারোক্তিতে এসব কথা বলেছেন। আনার হত্যারকাণ্ডের পর সঞ্জীবা গার্ডেন থেকে শিমুল ভূঁইয়া শাহীনের মোবাইলে যেসব ছবি পাঠিয়েছিল সেগুলো শাহীনই প্রথম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মিন্টুর মোবাইলে পাঠিয়ে বলে আনার শেষ, মনোনয়ন কনফার্ম। আর বাবুর সঙ্গে যেদিন ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে শিমুল ভূঁইয়ার দেখা হয় সেদিন শিমুল আনার হত্যার ছবিগুলো বাবুর কাছে পাঠায়। কারণ শাহীন আগে থেকেই শিমুলকে বলেছিল এসব ছবি দেখিয়ে যেন বাবুর কাছ থেকে ২ কোটি টাকা নেয়। ডিবি বলছে, পলাতক শাহীনের সঙ্গে সবারই যোগাযোগ ছিল। শাহীন খুব ঠাণ্ডা মাথায় সবপক্ষকেই ব্যবহার করেছে। এ ঘটনায় সে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছে। মিশন বাস্তবায়নকারীদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের যোগাযোগ না থাকায় তাদের নাম অনেক পরে এসেছে। এ ছাড়া শিমুল ভূঁইয়ার দেয়া তথ্যও যাচাই বাছাই করে দেখেছেন কর্মকর্তারা।

তদন্ত কর্মকর্তারা বলেছেন, জিজ্ঞাসাবাদে শিমুল ভূঁইয়া, বাবু ও মিন্টুর সঙ্গে শাহীনের এবং তার সঙ্গে শুধু বাবুর যোগাযোগ হয়েছে বলে জানায়। শিমুলের দেয়া এই তথ্য পাওয়ার পর থেকে যাচাই বাছাই শুরু করে ডিবি। তদন্তের একপর্যায়ে সত্যতাও পাওয়া যায়। পরে বাবুকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান চালায় ডিবির একটি টিম। কিন্তু ডিবির টিম তাকে গ্রেপ্তার করবে সেই খবর চলে যায় তার কাছে। পরে বাবু তার তিনটি মোবাইল ফোন হারানোর নাটক করে থানায় জিডি করে। বাবু নিজেই তার তিনটি মোবাইল ফোন ধ্বংস করে দেয়। কারণ তার মোবাইলে আনার হত্যার বিষয়ে শিমুল, শাহীনের সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছে তার প্রমাণও ছিল। সেগুলো যাতে ডিবির হাতে না যায় তাই মোবাইলগুলো ধ্বংস করে দিয়ে গাঁ-ঢাকা দিয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ডিবি তাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ওয়ারি ডিভিশনের একজন এডিসি (সদ্য একটি জেলায় বদলি হওয়া) বাবুর কাছে আগেই তথ্য দিয়েছিলেন তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। তার বুদ্ধিতেই বাবু মোবাইল হারানোর নাটক করে থানায় জিডি করেছিলেন। গাঁ-ঢাকা দিয়ে বাঁচতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন বাবু গ্রেপ্তার হলে তার একসময়ের রাজনৈতিক নেতা মিন্টু ফেঁসে যেতে পারেন।

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

সিলেট নগরীর বন্যা-জলাবদ্ধতা

সমাধানে আর কত টাকা ঢালা হবে?

এদেশের প্রকল্প বাস্তবায়নে কখনো কখনো যে অপচয় হয় অথবা পুরো টাকাটাই গচ্চা যায়, এটা নতুন কোনো খবর নয়। তবে যুগান্তরে যে খবরটি গতকাল ছাপা হয়েছে, তা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। সিলেট নগরীকে বন্যামুক্ত করতে এবং নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল-নালার সংস্কারসহ বিভিন্ন প্রকল্পে এ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে দুই হাজার কোটিরও বেশি টাকা। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অল্প বৃষ্টিতেই দফায় দফায় দেখা দিচ্ছে জলাবদ্ধতা, বন্যায় ডুবে যাচ্ছে শহর। এদিকে নদী খননের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও পরিবেশ অধিদপ্তরের ইচ্ছানুযায়ী বন্ধ হয়ে গেছে কাজ।

স্মরণ করা যেতে পারে, এরশাদ সরকারের আমলে সুরমা নদী ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে জলাশয় ভরাট করে গড়ে উঠেছিল উপশহর। এরপর দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সুরমা নদীর খননকাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটাই বারবার সত্য প্রমাণিত হচ্ছে- বাঙালি শুরু করে; কিন্তু শেষ করতে পারে না। নদী খননকাজ থমকে যাওয়ার পেছনে যেসব কারণ দেখানো হচ্ছে, তা অজুহাত মাত্র। পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা কাজের শ্লথগতির একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিলেট নগরীকে বন্যা ও জলাবদ্ধতামুক্ত করার প্রচেষ্টা অনেক দিনের। প্রয়াত মন্ত্রী ও সিলেটবাসী আবুল মাল আবদুল মুহিত, প্রয়াত মেয়র বদর উদ্দিন আহমদ কামরান, সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীও কম চেষ্টা করেননি। এতসব প্রচেষ্টা কেন ভেস্তে যাচ্ছে, এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর নেই। টাকাও তো কম খরচ হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে, প্রকল্পগুলোর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়নি। কোনো প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন নির্ভর করে প্রকল্পটি চলাকালে এর তত্ত্বাবধান কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয় তার ওপর। সরকারি টাকার অপচয় হলে কার কী সমস্যা, এমন মনোভাব যদি থাকে প্রকল্পসংশ্লিষ্টদের, তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে।

আমাদের কথা হলো, সিলেট নগরীকে বন্যা ও জলাবদ্ধতামুক্ত করতেই হবে। সাম্প্রতিক যে বন্যা হয়ে গেল, সেই অভিজ্ঞতা সিলেটবাসীর মনে থাকবে বহুদিন। এখনো নিুাঞ্চলের পানি সরেনি। বেশকিছু এলাকা থেকে পানি নেমে গেলেও দুর্ভোগ কমেনি। এ অবস্থা বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ চলতে পারে না। বাস্তবানুগ প্রকল্প গ্রহণ করে বরাদ্দকৃত টাকার সদ্ব্যবহার করতে হবে। প্রকল্পসংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিও নিশ্চিত করতে হবে।

ভারতের নির্বাচনী ফল বাংলাদেশকে কী বার্তা দিচ্ছে?

অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ

ভারতের এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দল বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট। এনডিএ জোট পেয়েছে ২৯৩ আসন; ইন্ডিয়া জোটের আসন ২৩২টি।

এখন প্রধানমন্ত্রী হতে হলে নরেন্দ্র মোদিকে জোট সরকার গড়তে হবে। অর্থাৎ ছোট শরিকদের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। সরকার চালাতে গিয়ে আগের মতো একক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না; বরং তাঁকে অন্যদের মুখাপেক্ষী হতে হবে। বিশেষ করে অন্ধ্রপ্রদেশের চন্দ্রবাবু নাইডুর দল টিডিপি ও বিহারের নীতিশ কুমারের দল জেডিইউ সম্ভাব্য এনডিএ সরকারে প্রভাবশালী হয়ে উঠবে।

অন্যদিকে, গত দুই মেয়াদে নরেন্দ্র মোদি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজেপি সরকার চালিয়েছেন। অটল বিহারি বাজপেয়ীর মতো জোট সরকার চালানোর অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। সেদিক থেকে দেখতে হবে তিনি কীভাবে নতুন সরকার পরিচালনা করেন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের শরিক দলগুলোর কে সরকারে কোন পদ পান, সেটাও দেখা দরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপি জোটের শরিক দলগুলো বড় আকারেই দরকষাকষি করতে চাইবে। বিশেষ করে মোদি সরকারের অস্তিত্বের জন্যই বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডুর সমর্থন খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই বাস্তবতা সবচেয়ে বেশি বুঝবেন নাইডু ও নীতীশ।

নরেন্দ্র মোদির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি গত দুটি নির্বাচনে কাজে দিলেও এবার এ অস্ত্র সেই অর্থে কাজে দেয়নি। বরং নির্বাচনের মাধ্যমে দেশটির জনগণ বুঝিয়ে দিয়েছে–তারা হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সঙ্গে নেই।

এমনকি যে অযোধ্যাকে বিজেপি রামের জন্মভূমি দাবি করে থাকে, সেখানেও মোদি-ঝড় কাজে দেয়নি। হিন্দু ভোটারদের তুষ্ট করে টানা তৃতীয় মেয়াদ নিশ্চিত করতে নির্বাচনের কয়েক মাস আগে নরেন্দ্র মোদি অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন করেছিলেন। বিজেপি সমর্থকরা দাবি করেছিল, এ মন্দির লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আদতে দেখা গেল, বিজেপি সেখানে হেরেছে সমাজবাদী পার্টির কাছে।

হিন্দুত্ববাদ পছন্দ না করার বাইরেও বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ার কারণ হিসেবে বেশ কিছু ফ্যাক্টর কাজ করেছে। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা তার অন্যতম। উচ্চ বেকারত্বের কারণে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। নরেন্দ্র

মোদির সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যে হয়নি–এমন নয়। কিন্তু সেখানে ধনী-দরিদ্র বৈষম্য প্রকট। মোদির আশপাশে সব সময়ই বেশ কিছু বড় ব্যবসায়ী থাকেন এবং তারা বেশ পয়সাও বানিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় জনগণের সে অর্থে অর্থনৈতিক সংকট কাটেনি এবং বৈষম্যও তারা পছন্দ করেনি।

মোদির সময়ে ভারতের প্রবৃদ্ধি হলেও তাতে যে সাধারণ মানুষের খুব একটা লাভ হয়নি–রামমন্দিরের আসনে মোদির ভরাডুবি তার প্রমাণ। অযোধ্যা এই ঘটনা প্রমাণ করে, ধর্মের ধুয়া তুলে দুই একবার নির্বাচনে জেতা যায়; কিন্তু সেই ক্ষমতা টেকসই হয় না।

প্রসঙ্গক্রমে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ফল নিয়েও বলা দরকার। বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া রাজ্যটিতে বিজেপির ব্যাপক ধস আমরা দেখেছি। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস বড় জয় পেয়েছে। রাজ্যটিতে ২০১৯ সালে বিজেপি ১৮ আসন পেলেও এবার তা নেমে হয়েছে ১২। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস ২২টি থেকে বাড়িয়ে নিয়ে এবার পেয়েছে ২৯টি আসন। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুত্ববাদের এই পরিণতিতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ সেখানে এক ধরনের অসাম্প্রদায়িকতা সব সময়ই ছিল। আমার ধারণা, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির এই ফল আগামীতে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনেও প্রভাব ফেলবে।

শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়; কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল থাকার কারণে বিজেপিকে বিভিন্ন রাজ্যেও শরিকদের সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে, ছাড় দিতে হবে। আর ভোটের হাওয়াও ঘুরে যেতে পারে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলো জেনে গেছে, তারা ঐক্যবদ্ধ থাকলে ও মাঠে সক্রিয় হলে বিজেপিকে হারানো সম্ভব। বিধানসভা নির্বাচনগুলোতেও তারা এই কৌশল নেবে। তাতে আগামীতে আমরা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোর রং পরিবর্তন হতে দেখতে পারি। 'কংগ্রেসমুক্ত' ভারতের যে স্বপ্ন বিজেপি দেখেছিল এবং দাবি করে আসছিল, সে আশায় আপাতত গুড়ে বালি।

এবারের নির্বাচনে ভারতে যেহেতু হিন্দুত্ববাদী প্রভাব কমেছে, তা বাংলাদেশের জন্য নিঃসন্দেহে ভালো হয়েছে। ভারতে হিন্দুত্ববাদী প্রভাব যতটা কমবে, প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের জন্য ততই মঙ্গল। সেখানে হিন্দুত্ববাদ যতটা জেগে উঠবে, এখানে উগ্রবাদীরা সেটি ততটা ব্যবহার করতে চাইবে। ভারতের বিরোধী দল কংগ্রেস এবার তুলনামূলক ভালো ফল করেছে। এর ফলে আমি মনে করি, বাংলাদেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে এ জন্য, সেখানে বড় আকারের যে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি আমরা দেখে আসছিলাম, তার প্রভাব কমে আসবে। তাদের প্রভাব যত কমে আসবে, বাংলাদেশের জন্য ততই ভালো।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভারতীয় নির্বাচনের ফল বাংলাদেশের জন্য কী বার্তা দিচ্ছে? সাধারণভাবেই বলা যায়, বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের নীতিগত দিক থেকে পরিবর্তন আসার কথা নয়। কারণ বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, সেখানে নতুনত্ব আসার সুযোগ সামান্যই। তবে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির প্রভাব খর্ব হওয়ার কারণে সামাজিকভাবে বাংলাদেশ স্বস্তি অনুভব করতে পারে। কারণ হিন্দুত্ববাদীরা সব সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের ব্যাপারে নেতিবাচক প্রচারণা চালিয়ে সামাজিক বিভাজন তৈরি করতে চায়।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদির ভোট কমে যাওয়ার প্রভাব হয়তো বৈশ্বিকভাবেও আমরা দেখব। আগে মোদি যেভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন–গোটা ভারত তাদের সঙ্গে আছে; এখন সেটা বলার সুযোগ নেই। যেহেতু মোদির সরকারে আগের সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকছে না, সে কারণে বৈশ্বিকভাবেও তার প্রভাব পড়বে। মোদি দেশে কতখানি প্রভাব বজায় রাখতে পারবেন তার আলোকেই বিশ্বে তাঁর নতুন অবস্থান হয়তো দেখা যাবে। তবে কতটা কী হবে, সময়ই তা বলে দেবে।

আরেকটি কথা, এনডিএ জোট শরিকদের সমর্থন নিয়ে বিজেপি যদি সরকার গঠনও করতে পারে, সেটা কতদিন টিকবে বলা কঠিন। অতীতে বিভিন্ন সময়ই দেখা গেছে, জোট সরকার মেয়াদ পূর্তির আগেই ভেঙে গেছে। এবারও যে মাঝপথে তেমন ঘটবে না, সেই নিশ্চয়তা কে দিতে পারে?

এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্য করণীয় হচ্ছে, রাষ্ট্র-রাষ্ট্র সম্পর্ক অব্যাহত রাখা। কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক যে কোনো সময় সমীকরণ পালটে দিতে পারে। বিশেষত এনডিএ জোট সরকার ভেঙে গেলেও যাতে পরবর্তী সরকারের সঙ্গে সমান মাত্রায় কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় থাকে। দিল্লিতে যারাই ক্ষমতায় থাকুকু বা আসুক, ঢাকার সেটা নিয়ে যাতে দুশ্চিন্তা করতে না হয়।

অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ: আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক

ছাত্রছাত্রীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সম্মান প্রদর্শনের আহ্বান জানালো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পুলিশের ধরপাকড়, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের বরখাস্ত ও কিরগিজস্তানে বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার, শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশ করার ও শিক্ষার্থীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার এবং ছাত্রছাত্রীদের সিভিল রাইটস নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, ইউকে।

'শিক্ষার্থীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতি সন্মান প্রদর্শনের আহ্বান' শিরোনামে গত রবিবার সংবাদপত্রে প্রেরিত এক প্রেস রিলিজে প্রাক্তন ও বর্তমান আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে গড়া সংগঠনটি এ আহ্বান জানায়। সেইসঙ্গে সকল দেশের সরকার এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতি শিক্ষার্থীদের অবাধ মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সিভিল রাইটস রক্ষার স্বার্থে ক্যাম্পাসে একটি শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিতেরও আহ্বান জানানো হয়েছে।

সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হাসনাত আরিয়ান খান স্বাক্ষরিত প্রেস রিলিজে বলা হয়, অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি নৃশংস হামলা ও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার দাবিতে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আন্দোলন করছেন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপ্রিয় শিক্ষার্থীরা; আর তা দমনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পাশাপাশি তৎপর পুলিশ প্রশাসনও। বিক্ষোভ-আন্দোলনে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে আন্দোলনের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ৯ শতাধিক শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে আরও ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীকে।

গাজায় ইসরায়েলের চলমান গণহত্যার মধ্যে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার আহ্বান জানিয়ে ছাত্র বিক্ষোভের ওপর কলাম্বিয়ায় ভয়ংকর দমনপীড়ন আমাদের সবাইকে শঙ্কিত করেছে। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মত প্রকাশের অধিকার রক্ষায় লজ্জাজনকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ইসরায়েলের গণহত্যার শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকারী শিক্ষার্থীদের সহিংসভাবে গ্রেফতার করার জন্য দাঙ্গা পুলিশ আনা হয়েছে। ন্যাশনাল গার্ডকে দিয়ে তাদের নিজস্ব ক্যাম্পাস থেকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্ব হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের রক্ষা করা। কিন্তু তা না করে তাঁরা বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের বরখাস্ত করেছে। তাদেরকে ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ করেছে। যাদের স্নাতক শেষ করার বিষয়টি নির্ধারিত ছিল, তারাও এখন আর তার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। শুধুমাত্র কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়, জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, লস অ্যাঞ্জেলেসসহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে এ ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যেসব শিক্ষার্থী ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাদের গণহারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য শিক্ষার্থীদের বাইরে বের করে এনে বাসে করে সে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে।

যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তাদের ক্লাসরুম তালাবদ্ধ করা হয়েছে, ক্লাস ছেড়ে দিতে এবং তাদের পরীক্ষা বিলম্বিত করতে বাধ্য করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শিক্ষার্থীদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দ্বারা মারাত্মক হয়রানির শিকার হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের অধিকার রক্ষা করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহিংসতা ও দমনপীড়নে ভূমিকা পালন করেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের বরখাস্তের নিন্দা জানাই। একইসাথে উক্ত ঘটনায় বরখাস্ত হওয়া ছাত্রদের ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাই। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আমরা সকল প্রকার বর্ণবাদ ও বৈষম্যের অবসান চাই। আমরা ছাত্রছাত্রীদের সিভিল রাইটস নিশ্চিত করার আহ্বান জানাই। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া ইন

সাংবাদিক শর্মিলা মাইতি'র সঙ্গে বিশ্ববাংলা ফাউন্ডেশনের প্রীতি আড্ডা

ব্রিটেন সফররত কলকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিক শর্মিলা মাইতির সঙ্গে বিশ্ব বাংলা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ব্রিটেনে বসবারত বাংলামিডিয়ার সাংবাদিক-সাহিত্যিক ও সুধীজনের এক প্রীতি আড্ডা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে এই সভা হয়।

সভায় বিশ্ববাংলা ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা প্রবীণ সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সেক্রেটারী শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত প্রীতি আড্ডায় বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা, প্রবীণ সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, সাংবাদিক মুসলেহ উদ্দিন আহমদ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মিডিয়া অফিসার সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান, এটিএন বাংলা ইউকের সাংবাদিক মোস্তাক আলী বাবুল, সাংবাদিক আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, সাংবাদিক হেফাজুল করিম রাকিব, কবি মুজি বুল হক মনি, সাংবাদিক মোস্তফা কামাল মিলন, সাংবাদিক তাবারুকুল ইসলাম পারভেজ, লেখক গবেষক প্রিয়জিত দেবসরকার, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব কিটন শিকদার, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন ইউকে সম্পাদক আব্দুল বাছির, সাংবাদিক মরিয়ম রহমান পলি, সাংবাদিক জি আর সুহেল, সাংবাদিক আছাদুজ্জামান মুকুল, সাংবাদিক মহিদুল ইসলাম বাবলু, সাংবাদিক খালেদ মাসুদ রনি, মামুন কে চৌধুরী, সুরমান আলী, মাহমুদুর রহমান সানুর, সাংবাদিক আব্দুল হান্নান, সাংবাদিক সরওয়ার হোসেন, সাবেক কাউন্সিলার সাদ চৌধুরী, সাংবাদিক সাজিদুর রহমান, সাংবাদিক এম এ হান্নান, খালিছ মিয়া, কবি আসমা মতিন, শরমিতা হালদার, আব্দুস সত্তার, আমিনুল হক জিলু প্রমুখ।

সভায় জনমত সম্পাদক সৈয়দ নাহাশ পাশা ও নজরুল ইসলাম বাসন ব্রিটেনে বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপন থেকে শুরু করে বাংলা সাংবাদিকতরা বিবরণ তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের অতিথি সাংবাদিক শর্মিলা মাইতির হাতে বিশ্ব বাংলা ফাউন্ডেশনের ক্রেট তুলে দেন আয়োজ করা। সভায় বক্তারা বলেন, এপার বাংলা, ওপার বাংলা ও তৃতীয় বাংলার মধ্যে বাংলা ভাষাভাষি শিল্প সংস্কৃতির মৈত্রী সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। নবীন প্রবীন সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা এর সেতুবন্ধন হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

উল্লেখ্য, শর্মিলা মাইতি, প্রথম বাঙালি সাংবাদিক যিনি ইউটিউব ও ফেসবুকে ১ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার অতিক্রম করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, আনন্দলোক, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, জি২৪ ঘণ্টা চ্যানেলের বিনোদন সাংবাদিক ও অ্যাঙ্কর। আনন্দবাজার গ্রুপের তরফ থেকে 'অপরাজিতা' সম্মাননা ও দুবাই থেকে উমা এক্সেলেন্স পুরস্কার পেয়েছেন। শর্মিলা মাইতি ব্রিটেনে সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতার পাশাপাশি বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারের তুলে ধরার জন্য লন্ডনের সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ক্যামডেনের হলবর্ণ ও সেন্ট প্যাংকারস আসন

স্বতন্ত্র প্রার্থী ওয়াইস ইসলামের নমিনেশন দাখিল

আগামী ৪ জুলাই অনুষ্ঠেয় বৃটেনের জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লন্ডনের ক্যামডেনের হলবর্ণ ও সেন্ট প্যাংকারস আসন থেকে নির্বাচন করার জন্য ঘোষনা দিয়েছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশী রাজনীতিবিদ ওয়াইছ ইসলাম। এ লক্ষ্যে তিনি গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় নির্বাচন অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে নমিনেশন দাখিল করেছেন। নমিনেশন দাখিল শেষে তিনি গণসংযোগে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে তিনি কমিউনিটির সকলের সহযোগিতা-পরামর্শ কামনা করেন।

এসময় ওয়াইছ ইসলামের সাথে ছিলেন সোমালিয়ান কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ ফারাহ, আইরিশ কমিউনিটি লিডার লুকাস সিলবিয়া, হেলেনা, কমিউনিটি নেতা হাফিজ মিয়া, মোহাম্মদ জয়নাল প্রমুখ।

ওয়াইছ ইসলামের জন্ম ও বেড়ে ওঠা পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায়। লন্ডন গিলহল ইউনিভার্সিটি থেকে অর্থনীতির উপর ব্যাচেলর ডিগ্রী করার পাশাপাশি লন্ডনের বিখ্যাত কুইনমেরী ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি পাবলিক পলিসির উপর মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন । তিনি হোম অফিসের হাইয়ার এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবে ল-এনফোর্সমেন্ট এডভাইজার হয়ে কাজ করেন। ২০০৬ সালে ওয়াইছ ইসলাম টাওয়ার হ্যামলেটস বারার হোয়াইটচাপেলে ওয়ার্ড থেকে রেসপক্ট পার্টির হয়েকাউন্সিলার নির্বাচিত হন।

উল্লেখ্য, লেবার লিডার স্যার কিয়ার স্টমাসহ আরো অনেক প্রার্থী হলবর্ণ ও সেন্ট প্যাংকারস আসন থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট £15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development

Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক
FISH
RICE
MEAT
CHICKEN
রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিধা
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

লন্ডনে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী মনির খানকে সংবর্ধনা প্রদান

লন্ডনের রমফোর্ড রোডের আয়ানস গ্রীলে আয়োজিত একটি বিশেষ সংগীত সন্ধ্যায় বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী মনির খানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেন আয়ানস গ্রীলের ডিরেক্টর আব্দুস শহীদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এম এ সালাম, তাসবিরুল চৌধুরী শিমুল এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এম এ সালাম ও উপস্থাপিকা ফারজানা আহমেদ সবাইকে স্বাগত জানান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল। তিনি মনির খানের হাতে তার রেডিও অনুষ্ঠান সানরাইজ স্পেকট্রাম বাংলা রেডিওর ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ইংরেজী ম্যাগাজিন তুলে দেন এবং মনির খানের সংগীত জীবনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্পী বর্ষা, হাসি রানি, রাসেল আহমেদ, এডভোকেট মিজানুর রহমান, আরিফ আহমদ, ইকবাল হোসেন, আবদুল মোতালিব লিটন, মোস্তাক আহমেদ, শরীফ ইসলাম, লোকু মিয়া প্রমুখ।

মনির খান তার বক্তব্যে লন্ডনে পূর্বের অনুষ্ঠানের স্মৃতিচারণ করেন এবং তিনি তার প্রায় শত বছর বয়সী বাবা ও প্রায় ৯০ বছর বয়সী মাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুস্থভাবে জীবন দান করেছেন তার জন্য আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করে বাবা ও মার ওপর রচিত পরপর কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। যন্ত্রসংগীতে অংশ নেন হাসান, রেজওয়ান এবং অন্যরা। অনুষ্ঠানটি দর্শক-শ্রোতাদের দিয়ে পূর্ণ ছিল এবং সবাই মনির খানের গানে মুগ্ধ হন।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ জুন সন্ধ্যা আ টটায় পূর্ব লন্ডনের গ্রান্ড রসই রেস্টুরেন্টে এই সভা হয়। এতে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজামের সভাপতিত্বে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কার্যকরী কমিটির সদস্য দেলওয়ার হোসেন এবং সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছির।

সভার শুরুতে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কার্যকরী কমিটি কর্তৃক গৃহিত সকল পরিকল্পনা সফল হবে ইনশাআল্লাহ। সংগঠনের সাধারন সম্পাদক আব্দুল বাছির বাস্তবায়ন করার লক্ষে কিছু পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশে কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যর মনমুগ্ধকর যুক্তি উপস্থাপন শেষে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গৃহিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহন করেন সহ সভাপতি ইয়ামীম দিদার, দেলওয়ার আহমদ শাহান, মোঃ সেলিম আহমদ, ট্রেজারার জাকির হোসেন, সহ সাধারন সম্পাদক মোঃ শামীম আহমদ, সহকারী ট্রেজারার ছাদেক আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমদ চৌধুরী, মেম্বারশীপ সম্পাদক কামরুল ইসলাম, ক্রিড়া সম্পাদক নুরুল ইসলাম, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্য মামুনুর রশীদ খান, আবজল হোসেন, খালেদ আজি মউদ্দিন জামাল, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, আমিন উদ্দিন, জুবায়ের সিদ্দিকী, কামরুজ্জামান কামরান, টিপু রহমান, আজিজুর রহমান, মামুন আহমদ, জাবেদ আহমদ, মোঃ আবু সাঈদ রাজীব।

দীর্ঘ আলোচনার পরে সভায় আগামী ১ জুলাই মাসে সকল সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দকে নিয়ে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও ঈদ পুনর্মিলনী, ২ সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে ফুটবল টুর্নামেন্ট, ৩ অক্টোবর ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা সফরের আয়োজনের বেশ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সভায় ঢাকাদক্ষিণ এবং বৃটেনে ঢাকাদক্ষিণবাসীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করা হয়।

পরিশেষে ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে সকল সম্মানিত ট্রাস্টি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিভিন্ন রকমের সহযোগিতায় ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে বৃটেনে সুপ্রতিষ্ঠিত সংগঠনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় এবং সংগঠনের যেসকল সম্মানিত সদস্য দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন তাদের সকলের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে প্রার্থনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal
Fast REMOVALS
07957 191 134
www.fastremoval.com
House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস উপলক্ষে ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের সভা

ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ডিনারপার্টির আয়োজন করেছে ইউকে ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগ। গত ৭জুন বৃটেনের কার্ডিফ শহরে স্থানীয় রেস্টুরেন্টে আলোচনা সভা ও ডিনারপার্টির আয়োজন করা হয়।

ওয়েলস যুবলীগ সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা সেলিম আহমদের সভাপতিত্বে ও ওয়েলস যুবলীগের সাধারণ

সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা মফিকুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর। প্রধান বক্তা ছিলেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব লিয়াকত আলী, ওয়েলস যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমদ শিবুল, ওয়েলস কৃষক লীগের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, সাবেক ছাত্রনেতা মুহিবুর রহমান খসরু, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলস রিজিওনের কনভেনার মুজিবুর রহমান মুজিব, ওয়েলস বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, নিউপোর্ট যুবলীগের সাবেক সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব, নিউপোর্ট যুবলীগের সাধারন সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনহার মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, ওয়েলস যুবলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, সহ সভাপতি রকিবুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ বি রুনেল, আসাদ মিয়া, মৌলা আফতাব দেওয়ান ফয়সল মজিদ, শেখ সুমন তরফদার, বাবুল খান, কামাল আহমদ, নজির আহমদ, সাবেক ছাত্রনেতা আলী আমজদ, ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর,ফেরদৌস আলী, কালাম হোসেন, মারুফ আহমদ, আব্দুর রুউফ, সাবেক ছাত্রনেতা ইমরান আহমেদ, ছাত্রনেতা রাসেল আহমদ, ইফহাত আহমদ,আজাদ মিয়া. আহমেদ রহমান , আবতাহি আহমদ, ফেরদুস রহমান, আব্দুর রব, সেবুল হোসেন ও সাগর আহমেদ প্রমুখ।

এছাড়া সভায় মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ওয়েলস আওয়ামী লীগ নেতা, ও সাবেক ছাত্রনেতা মোঃ শাহজাহান খান ২য় বারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় এবং সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বালাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক মোঃ আনহার মিয়া প্রথম বারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় ওয়েলস যুবলীগের সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম মুমিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মিষ্টি বিতরণ করেন।

এদিকে সভায় ওয়েলস শ্রমিক লীগের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক নুরুল আলম চুনুর অকাল মৃত্যুতে তার আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব লিয়াকত আলী। এছাড়া সভায় কমিউনিটি সংগঠক মুজিবুর রহমান মুজিব আওয়ামী লীগের যোগদান করায় ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে তাকে বরণ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

এক্সেল টিউটর স্ট্রার্টফোর্ড ব্রাঞ্চের অ্যাওয়ার্ডস সিরিমনি

এক্সেল টিউটর লন্ডন স্ট্রার্টফোর্ড ব্রাঞ্চের ২০২৪ সালের অ্যাওয়ার্ডস সিরিমনি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ জুন রবিবার দুপুরে ওয়েস্টহ্যাম লেনের এক্সেল টিউটর হলে বিভিন্ন

শ্রেনী-পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে এ অ্যাওয়ার্ড সিরিমনি অনুষ্ঠিত হয়।

এক্সেল টিউটরের চেয়ারম্যান আ নিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও ইমান আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন নিউহ্যাম কাউন্সিলের মেয়র এবং কাউন্সিলার রহিমা রহমান, এক্সেল টিউটরের প্রিন্সিপাল জে ানাথন ওমানি, কেন্দ্র ব্যবস্থাপক জে াতিশ সাহা।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন এক্সেল টিউটরের অভিভাবক ছাড়াও অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ছাত্ররা। এসময় বক্তারা বলেন, এক্সেল টিউটর দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে, এডুকেশনের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক। তাদের এ ধারাবাহিকতা আগামীতে অব্যাহত থাকবে বলে বক্তারা আশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'

■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।

Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa

*Competitive fees
*Excellent service

MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.

37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

আমেরিকা-প্রবাসী লেখক খলকু কামালের সঙ্গে জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতবিনিময়

আমেরিকা-প্রবাসী বিশিষ্ট লেখক, কমিউনিটি নেতা ও সিলেট টু নিউইর্য়ক ইউটিউব চ্যানেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর খলকু কামালের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউকে। গত ১১ জুন পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে এই মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও প্রেস সেক্রেটারী মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিনের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ ডঃ হাসনাত এম হোসেন এমবিই।

সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, সাংবাদিক মিছবাহ জামাল, হাজী মোহাম্মদ হাবিব, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা ,আব্দুল ক্বাইউম তালুকদার পংকি, ব্যারিষ্টার আব্দুস শহীদ, ব্যারিস্টার এনামুল হক, ডঃ এম এ আজিজ, মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, বদরুজ্জামান বাবুল, আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, প্রভাষক আ

শসভায় বক্তারা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটি ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন এবং সিলেট বিভাগের ১৯টি সংসদীয় আসনের বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ে ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যাম্পেইনার খলকু কামালকে ধন্যবাদ জানান। বক্তারা যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে সিলেটী হাই কমিশনার ও অধিক সংখ্যক সিলেটী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের প্রতি আহ্বান জানান।

সভার অতিথি খলকু কামাল শ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে না। তিনি তাঁর বক্তব্যে সকল ন্যায় সঙ্গত দাবী দাওয়া বাস্তবায়নে দেশে বিদেশে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। সভায় দোয়া পরিচালনা করেন হাফিজ মোহাম্মদ জিলু খান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিশশ

কবি আলিফ উদ্দিন ও কবি নাজমুল ইসলাম মকবুলের রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল

সিলেট লেখক ফোরামের সভাপতি, কবি ও সাংবাদিক নাজমুল ইসলাম মকবুল এবং রেনেসাঁর সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও ট্রেজারার কবি আলিফ উদ্দিনের রোগমুক্তি কামনায় রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৪ জুন মঙ্গলবার বিকাল ৭ টায় রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের উদ্যোগে পূর্ব ল–নের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে দোয়ার আয়োজন করা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক বক্তব্য রাখেন ডাঃ মাহমুদুর রহমান মান্না ও ডা. গিয়াস উদ্দিক আহমদ।

সভায় ১৯৭৮ সালে বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা মরহুম আব্দুল নুর

ও অসুস্থ কবি শাহ আজহার হোসেনের জন্যও দোয়া করা হয়। সভায় মরহুম আব্দুল নুরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য রাখেন -আলহাজ্ব নুর বখশ

ও আব্দুল মুকিত। পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াত করেনমাওলানা কামাল উদ্দিন ও হাজী বুলু মিয়া।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাজী ফারুক মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, আশরাফ চৌধুরী মাষ্টার, প্রভাষক আব্দুল হাই, সলিসিটর ও লেখক ইয়াওর উদ্দিন ,কমিউনিটি নেতা আনোয়ার হোসেন শাওন, আব্দুল করিম প্রমুখ।

সভায় আলোচকরা অসুস্থ কবিদের দ্রুত সুস্থতার জন্য সবাইকে দোয়া করার অনুরোধ জানান এবং বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল নূরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সভায় দোয়া পরিচালনা করেন আলহাজ্ব হাফিজ মোহাম্মদ জিলু খান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

গ্রেটার দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত

বিয়ানীবাজারের গ্রেটার দেউলগ্রাম ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১০ জুন সোমবার রমফোর্ডের নাজিয়ান রেস্টুরেন্ট অনুষ্ঠিত সভায় যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন শহর থেকে ট্রাস্টের ট্রাস্টিরা অংশগ্রহণ করেন।

প্রথম পর্বে ট্রাস্টের সহসভাপতি অহিদ উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলামের পরিচালনায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কার্যকরী কমিটি সদস্য মাওলানা আনোয়ার হোসাইন রবান্নী। সভাপতির স্বাগত বক্তব্যের পর সাধারণ সম্পাদক ও সহ কোষাধ্যক্ষ তাদের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন।

দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন। নির্বাচনে ২৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করেন নির্বাচকরা। এতে আলহাজ আবদুস শুকুরকে সভাপতি ও মোহাম্মদ সুলতান আহমদকে সেক্রেটারি এবং মনোয়ার আহমদকে ট্রেজারার করে দুই বছররের জন্যই নতুন কমিটি ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলার সাফি আহমদ, আবুল কালাম আজাদ, গোলজার হোসেন, মনজুর আহমদ, মোহাম্মদ সুলতান আহমদ ও দুলাল আহমদসহ আরো অনেকে। সভায় শোক সভায় বিদায়ী কমিটির সভাপতি রফিক উদ্দিনসহ ট্রাস্টের সকল ট্রাস্টিদের আশু রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship.
Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ ঘরে বসে অনলাইনে ট্রান্সফার
■ ব্যুরো ডি চেঞ্জ

কমলগঞ্জ সমিতি ইউকের উদ্যোগে অবসরপ্রাপ্ত দুই গুণী শিক্ষককে সংবর্ধনা

যুক্তরাজ্যে সফররত কমলগঞ্জ উপজেলার পতনউষার ইউনিয়নের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীন শিক্ষক আব্দুল করিম মনির ও শিক্ষক আকমল খানকে কমলগঞ্জ সমিতি ইউকে সমিতি সংবর্ধনা প্রদান করেছে। গত

৬ জুন বৃহস্পতিবার বিকাল ৭টায় পূর্ব ল-নের টাওয়ার হ্যামলেটসের কেমব্রিজ হিথ রোডস্থ রেস্তোরায় এই সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়।

সভায় সংগঠনের সভাপতি অধ্যক্ষ ফখর উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং যুগ্ম সম্পাদক কামরুল আই রাসেল, খলিলুর রহমান রুকন ও ফখর উদ্দিনের যৌথ পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কে এম আবু তাহের চৌধুরী। প্রধান বক্তা ছিলেন সাবেক সিভিক মেয়র সেলিম উল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী মনির খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, সাবেক ডেপুটি মেয়র শহীদ আলী, লেখক শাহীন রশিদ, হাফিজ এমডি জিলু খান, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, আহমদ ফখর কামাল, মইনুল হক খান, নাছির উদ্দিন, ডাঃ মাহমুদুর রহমান মান্না, ডাঃ গিয়াস উদ্দিন আ হমদ, ব্যাংকার সৈয়দ সুহেল আহমদ, আঙ্গুর আলী, এম এ সালাম, সুহেল আহমদ প্রমুখ।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- তাজবির চৌধুরী শিমুল, ফখর উদ্দিন, মাহমুদ হোসেন তুহিন, ইন্জিনিয়ার আবু বকর সিদ্দিক তুহীন, মিসেস জে সমিন ফেরদৌসি, বাবু রতন কর, শওকত খান ,আঙ্গুর আলী, ফজির আলী নাদিম, আলাউর রহমান খান শাহীন, আব্দুল মোতালিব লিটন প্রমুখ।

সভার প্রধান অতিথি কে এম আ বু তাহের চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে কমলগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি ১৯৭৮ সালে বর্নবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল নুর ,বীর মুক্তিযোদ্ধা আমান উদ্দিন ও সিলেটের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি নাজমুল ইসলাম মকবুলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

সভায় বক্তারা সংবর্ধিত দুইজন গুণী শিক্ষককের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুল ধরে তাদের ভূঁয়শী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত অতিথি শিক্ষক আব্দুল করিম মনির বলেন, বিলেত এসে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সামাজিকতা, ভদ্রতা, আন্তরিকতা ও ভালবাসা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। শিক্ষক আকমল খান সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশ প্রেম ও আ র্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করে সবাইকে শমসেরনগর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসার আহ্বান জ ানান।

অনুষ্ঠানে শিল্পী মনির খান বলেন, একজন শিক্ষকের কোনো মৃত্যু নেই। তারা মানুষ গড়ার কারিগর। কর্মের মাধ্যমেই তারা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সাবেক মেয়র সেলিম উল্লাহ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমাদের সন্তানদের বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতির সাথে পরিচয় করে দিতে হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ ফখর উদ্দিন চৌধুরী তাঁর সমাপনী বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানান ও সংবর্ধিত দুই শিক্ষকের দীর্ঘায়ু কামনা করেন । সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ইউকের সভা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ইউকের কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৯ জুন রোববার পূর্ব লন্ডনের স্টিফোর্ড সেন্টারে এই সভা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি এ কে এম ইয়াহ্ইয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এস এম আবু নছর তালুকদারের পরিচালনায় সভায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সংগঠনের সংবিধানের খসড়া অনুমোদন করা হয়। এছাড়া আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সংগঠনের রি-ইউনিয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আ লোচনা করা হয়। সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তণ ছাত্র অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মাহবুব জামিল। সভায় উপদেষ্টা জামাল উদ্দিন আহমেদ, জামাল চৌধুরী, কায়সার রশিদ মিন্টু সহ বক্তব্য রাখেন ট্রেজারার মাসুক আহমদ, রাজীব চক্রবর্তী, মোঃ নুরুল ইসলাম, সামছুল আলম টিপু চৌধুরী জিন্নাত আলী, ইউসুফ রেজা, অনুপম সাহা, আফতাব আহমদ, শিরিন তাজ মীরা, জয়শ্রী দত্ত, নাসরীন আক্তার বাপিন, ফারজ ানা করিম, মুনসাত হাবিব চৌধুরী, লুনা সাবরিনা, নাজরাতুন নাঈম, মোঃ ইব্রাহিম জাহান এবং আনোয়ার হোসেন শাওন প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কবিতাস্বজন ইউকের উদ্যোগে সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠিত

কবিতাস্বজন ইউকের উদ্যোগে সাহিত্য আড্ডা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৬ জুন বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইস্ট লন্ডনে একটি হলে সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করা হয়।

সাহিত্য আড্ডায় সভাপতিত্ব করেন কবি আতাউর রহমান মিলাদ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কবি এ কে এম আব্দুল্লাহ। বিলাতের বিভিন্ন শহর থেকে আগত কবি সাহিত্যিক ও কবিতাপ্রেমিদের সাথে অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা থেকে আগত সাংবাদিক শর্মিলা মাইতি।

কবিতাস্বজনের পক্ষ থেকে অতিথিকে ফুল ও উত্তরীয় পরিয়ে শুভেচ্ছা জ ানান- কবি আসমা মতিন, কবি মোহাম্মদ ইকবাল, কবি মোসাইদ খান, কবি শামীম আহমদ, কবি মুহাম্মদ মুহিদ, টিভি উপস্থাপক হেনা বেগম, কবি হাফসা ইসলাম, কবি নাজমা কুদ্দুস।

অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতাপাঠ ও শুভেচ্ছা বক্তব্যে অংশ নেন- কবি আতাউর রহমান মিলাদ, কবি মজি বুল হক মনি, কবি মাশুক ইবনে আ নিস, কবি মুহাম্মদ ইকবাল, কবি মোসাইদ খান, কবি শামীম আহমদ, কবি মুহাম্মদ মুহিদ, কবি এ কে এম আব্দুল্লাহ, কবি আসমা মতিন, ডাক্তার গিয়াস উদ্দিন, অধ্যাপক মিছবাহ কামাল, নোমান আহমদ, কামাল কাদের, সলিসিটর মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিন, সাংবাদিক রহমত আলী, সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, হেনা বেগম, মোহাম্মদ শাহনুর মিয়া, শর্মিষ্ঠা হালদার, মোহাম্মদ আব্দুল মুকিত, মোহাম্মদ আব্দুল হাই, মীর আব্দুর রহমান, আয়েশা খানম, মাহমুদুর রহমান মান্না, শাহিনুর, হাওয়া বিবি, আব্দুল সাত্তার প্রমুখ।

অতিথির বক্তব্যে সাংবাদিক শর্মিলা মাইতি বলেন, তৃতীয় বাংলা খ্যাত লন্ডনের সাহিত্য আড্ডায় উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এধরনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কবিতাস্বজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া বিলাতে বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিকে লালন ও প্রসার প্রচারের ভূয়াসি প্রশংসা করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ারের বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনি

সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইউকের বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৪ জুন মঙ্গলবার বিকেলে ইষ্ট লন্ডনের একটি হলে এই সভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আহবাব মিয়া। সাধারণ সম্পাদক মোঃ ছানাওর আলী কয়েছের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সৈয়দ জি ল্লুল হক।

সভায় বর্তমান কমিটির মেয়াদ বর্ধিতকরন সহ আগামী দুই বছর মেয়াদী (২০২৪-২০২৬) কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাউন্সিলর ইকবাল হোসেন নির্বাচনী তপশীল ঘোষনা করেন। আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও নির্বাচন, সদস্য ফিস জমাদানের শেষ তারিখ ১০ আ গষ্ট, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ১৬ আগষ্ট, নমিনেশন জমা দান ২০ আগষ্ট, নমিনেশন প্রত্যাহার ২৭ আগষ্ট ২০২৪ইং। নমিনেশন ফিস-সভাপতি-৫০০, সিনিয়র সহ-সভাপতি-৩০০(১), সহ-সভাপতি-১৫০ (১৫), সাধারণ সম্পাদক -৪০০, কোষাধ্যক্ষ-৩০০, সহ-কোষাধ্যক্ষ-১৫০ (১), যুগ্ম সম্পাদক -১০০) (১৪), সাংগঠনিক সম্পাদক (৪) সহ সকল সম্পাদকীয় পদে-১০০, নির্বাহী সদস্য-৫০ (২২)। নির্বাচনে কমিশনার হিসেবে থাকবেন জামাল উদ্দিন মকদদুছ,কাউন্সিলর হুমায়ুন কবীর ও মাহবুব হোসেন।

আলোচনায় অংশগ্রহন করেন ইকবাল হোসেন, জামাল উদ্দীন মকদদুছ, মোহাম্মদ আবুল লেইছ, ব্যারিস্টার শাহ মিসবাউর রহমান, মিঠু চৌধুরী, কাউন্সিলর হুমায়ুন কবীর,অধ্যাপক মাহবুব হোসেন,শামীম আহমদ, এডভোকেট আমীর উদ্দীন, আলা উদ্দীন মুক্তা, আবদুল মালিক কুঠি, মজির উদ্দিন, সৈয়দ জিল্লুল হক, অধ্যাপক ওমর ফারুক,আবুল মনসুর রুমেল,আব্দুর রব, রেদওয়ান খান, মাষ্টার ফজলুল করিম,ইকবাল হোসেন,সবুজ মিয়া, শায়েখ মিয়া, মুজিব কিবরিয়া তালুকদার, সেলিম উদ্দীন, শাহ মোঃ জুয়েল ,সেলিম মিয়া,সফিক আহমদ, সাজ্জাদুর রহমান,এমরান হোসেন চৌধুরী,মকসুদ আহমদ,তাহিরুল ইসলাম, দিলবর আলী, মৌলনা আবু সাদেক, ফারুক আহমদ, নজির উদ্দীন, আবু মুসা, হোসেন আলী মিলন, মোঃ মাহবুব প্রমুখ।

সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত সিলেট সুনামগঞ্জ রেলওয়ে সংযোগ অতিশীঘ্রই কার্যকর করা হয় এবং সদ্য সুনামগঞ্জ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সহ মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্টাফ ও কর্মচারী নিয়োগে সুনামগঞ্জের লোকদের প্রাধান্য দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া বিমান ভাড়ার ক্ষেত্রে সিলেট ও ঢাকার বৈষম্য দূরীকরনসহ সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিশ্বের অন্যান্য বিমান ওঠানামার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় সমূহের প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য জে ার দাবী জানানো হয়। অন্যথায় আগামীতে সকল প্রবাসীদের নিয়ে বিমান বয়কটসহ বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেয়া হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। পরে অ্যাসোসিয়শনের সদস্যপদ গ্রহন করে সুনামগঞ্জের উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসার এবং আসন্ন দ্বিবার্ষিক সম্মেলন-নির্বাচনকে সফল ও স্বার্থক করে তোলার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

HFA HALAL FOOD AUTHORITY

GO BEYOND BORDER

Happy Eid Ul Adha

Indeed, my prayer, my rites of sacrifice, my living, and my dying are for Allah, Lord of the worlds.

www.halalfoodauthority.com
info@halalfoodauthority.com

কেন নিজেদের বিজ্ঞানীদের জেলে ভরছে রাশিয়া?

দেশ ডেস্ক, ১৪ জুন ২০২৪ : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রায়ই গর্বভরে বলেন, তার

দেশ বিশ্বে প্রথম হাইপারসনিক অস্ত্র তৈরিতে কাজ করছে, যা শব্দের চেয়ে পাঁচগুণ দ্রুত গতিতে যেতে পারবে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করা একাধিক রাশিয়ান পদার্থবিজ্ঞানীকে দেশদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এবং কারারুদ্ধ করা হয়েছে, যা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলি একটি অতি উৎসাহী কঠোর দমনাভিযান হিসেবে দেখছে।

গ্রেফতারদের মধ্যে বেশিরভাগই বয়স্ক এবং এদের মধ্যে তিনজন এখন মৃত। একজনকে ক্যানসারের শেষ পর্যায়ে থাকা অবস্থায় হাসপাতালের বিছানা থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা যান।

আরেকজন হলেন ৬৮ বছর বয়সী ভ্লাদ্লিভ গালকিন, একজন একাডেমিক, এপ্রিলে দক্ষিণ রাশিয়ার তমস্কে তার বাড়িতে ২০২৩ সালে অভিযান চালানো হয়।

একজন আত্মীয় বলেন, কালো মুখোশ পরা সশস্ত্র লোকেরা ভোর ৪টার দিকে এসে আলমারির মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে এবং বৈজ্ঞানিক সূত্রসহ কাগজপত্র জব্দ করে।

মিস্টার গালকিনের স্ত্রী তাতিয়ানা জানান, তাদের নাতি-নাতনি - যারা তার সঙ্গে দাবা খেলতে পছন্দ করত - তাদের তিনি বলেছেন, তাদের দাদা একটি ব্যবসায়িক সফরে আছেন। তিনি বলেন, রাশিয়ার নিরাপত্তা সংস্থা এফএসবি তাকে তার মামলার বিষয়ে কথা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

২০১৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১২ জন পদার্থবিজ্ঞানী গ্রেফতার হয়েছে যারা কোনো না কোনভাবে এই হাইপারসনিক প্রযুক্তি বা এটা নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

তারা প্রত্যেকে ভয়ংকর দেশদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত, যার মধ্যে আছে রাষ্ট্রীয় গোপন খবর বিদেশি রাষ্ট্রে পাচার করা।

রাশিয়ায় বিশ্বাসঘাতকতার বিচার করা হয় বন্ধ দরজার আড়ালে, তাই তাদের বিরুদ্ধে ঠিক অভিযোগটা কী তা স্পষ্ট নয়।

ক্রেমলিন শুধু জানিয়েছে 'অভিযোগগুলো গুরুতর' এবং যেহেতু বিশেষ বাহিনী এতে যুক্ত তাই এ নিয়ে আর কিছু বলা যাবে না।

কিন্তু তাদের সহকর্মী ও আইনজীবীরা বলছে এই বিজ্ঞানীরা অস্ত্র তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, কিছু মামলা দায়ের হয়েছে তারা যে খোলাখুলিভাবে অন্য দেশের গবেষকদের সঙ্গে মিলে কোনো কাজ করছিল সেটার জন্য।

আর সমালোচকরা মনে করেন এফএসবি আসলে এরকম একটা ধারণা তৈরি করতে চায় যে বিদেশি স্পাইরা তাদের অস্ত্রের গোপন খবর জানার চেষ্টা করছে।

হাইপারসনিক বলতে এমন মিসাইল বোঝায় যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলতে পারে এবং লক্ষ্যবস্তুর দিকে যাওয়ার সময় বিমান প্রতিরক্ষাকে এড়িয়ে এটি দিক পরিবর্তন করতেও সক্ষম।

রাশিয়া বলছে, তারা ইউক্রেনের যুদ্ধে দুই ধরনের মিসাইল ব্যবহার করেছে - কিনঝাল, যা বিমান থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়, এবং জিরকন ক্রুজ মিসাইল।

তবে, কিয়েভ বলছে, তাদের বাহিনী কিছু কিনঝাল মিসাইল ভূপাতিত করেছে, যা এই অস্ত্রের সামর্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

কিন্তু প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সেটা নিয়ে কাজ যেমন চলছে, তেমনি গ্রেফতারও অব্যাহত রয়েছে।

গালকিনের গ্রেফতারের কিছুক্ষণ পরেই, তাকে আরেক বিজ্ঞানী ভ্যালেরি জেভেগিন্তসেভের সঙ্গে একই দিনে আদালতে রিমান্ডে পাঠানো হয়েছিল, যার সঙ্গে তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের সহ-লেখক ছিলেন।

রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সংবাদ সংস্থা তাস একটি সূত্র উল্লেখ করে বলেছে, জেভেগিন্তসেভের গ্রেফতার সম্ভবত ২০২১ সালে একটি ইরানি জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের কারণে হয়ে থাকতে পারে।

গালকিন এবং জেভেগিন্তসেভ দুজনের নামই আছে দ্রুত গতির বিমানের জন্য এয়ার ইনটেক প্রযুক্তি কীভাবে কাজ করে এ সম্পর্কিত একটি নিবন্ধে, যা ঐ জার্নালে প্রকাশ হয়েছিল।

২০২২ সালের গ্রীষ্মে, এফএসবি জেভেগিন্তসেভের দুজন সহকর্মী, যার একজন তিনি যেখানে কাজ করতেন সেখানকার পরিচালক এবং দ্রুত গতির এরোডাইনামিক্স ল্যাবরেটরির সাবেক প্রধানকেও গ্রেফ্তার করে।

থিওরেটিক্যাল অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড মেকানিক্স ইনস্টিটিউট (আইটিএএম) এর কর্মচারীরা তাদের তিন গ্রেফতার সহকর্মীর সমর্থনে একটি খোলা চিঠি লিখেছিলেন।

এখন ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট থেকে সেটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তারা 'দুর্দান্ত বৈজ্ঞানিক ফলাফল' এর জন্য পরিচিত এবং তারা দেশের স্বার্থের প্রতি 'সবসময় অনুগত' ছিলেন।

এতে বলা হয়, তারা যে কাজটি সবার জন্য প্রকাশ করেছিলেন তা বারবার আইটিএএম-এর বিশেষজ্ঞ কমিশন দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল যে এতে কোন স্পর্শকাতর অপ্রকাশযোগ্য তথ্য আছে কি না - কিন্তু এরকম কিছু পাওয়া যায়নি।

'হাইপারসনিক এখন এমন একটি বিষয় যে আপনি সেটার জন্য মানুষকে জেলে ভরতে বাধ্য,' বলছিলেন রাশিয়ার মানবাধিকার ও আইনি সংস্থার প্রথম বিভাগের একজন আইনজীবি ইয়েভজেনি স্মিরনভ।

স্মিরনভ দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত বিজ্ঞানী ও অন্যান্যদের হয়ে আদালতে লড়াই করেছেন, কিন্তু তার সেই কাজের পালটা প্রতিক্রিয়ার শঙ্কায় তিনি ২০২১ সালে রাশিয়া থেকে প্রাগে চলে যান।

তিনি বলছিলেন, ডজনখানেক বিজ্ঞানীর মধ্যে কেউই প্রতিরক্ষা খাতের সাথে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু হাইপারসনিক গতিতে ধাতুগুলি কেমন রুপ নেয় বা ঝাঁকুনির ফলে কী হয় এমন বৈজ্ঞানিক প্রশ্নগুলি নিয়ে গবেষণা করছিলেন।

'এটি রকেট তৈরির বিষয়ে নয়, বরং পদার্থবিদ্যার প্রক্রিয়া নিয়ে গবেষণা,' তিনি উল্লেখ করেন যে পরে এই ফলাফলগুলি হয়তো যারা অস্ত্র তৈরির কাজে যুক্ত তাদের দ্বারা ব্যবহার করা হতে পারে।

এ গ্রেফতারগুলো শুরু হয় কয়েক বছর আগে ৮৩ বছল বয়সী ভ্লাদিমির লাপিজিনের গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে। তিনি ২০১৬ সালে জেলে যান, কিন্তু চার বছর পরে প্যারোলে মুক্তি পান।

লাপিজিন ৪৬ বছর ধরে রাশিয়ান মহাকাশ সংস্থার প্রধান যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সেই টিএসএনআইআই ইমাশের হয়ে কাজ করেছিলেন।

গাজায় নিহতের সংখ্যা ছাড়াল ৩৭ হাজার

দেশ ডেস্ক, ১৪ জুন ২০২৪ : গত বছর ৭ অক্টোবর শুরু হওয়া ইসরাইলের বর্বরোচিত হামলায় ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে নিহতের সংখ্যা ৩৭ হাজার ছাড়িয়েছে। স্থানীয় সময় রোববার সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসনিয়ন্ত্রিত অঞ্চলটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন পর্যন্ত ৩৭ হাজার ৮৪ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৮৪ হাজার ৪৯৪ জন। হতাহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ২৮৩ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৮১৪ জন।

এদিকে, গাজার কেন্দ্রস্থলে নুসেইরাত শরণার্থী শিবিরে অভিযান চালিয়েছে ইসরাইল সেনাবাহিনী। এ অভিযানে হামাসের কাছে জিম্মিদের মধ্যে কয়েকজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন হামাসের সামরিক শাখা আল কাশেম ব্রিগেডস।

ওই শিবিরে হামলা চালিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে ইসরাইল বাহিনী। এ অভিযানে তারা চারজন জিম্মিকে উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছে।

হামাসের সামরিক শাখা আল কাশেম ব্রিগেডসের মুখপাত্র আবু উবায়দা টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, ইসরাইলি হামলায় বেশ কয়েকজন জিম্মি নিহত হয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কম ভোট পাওয়ার রেকর্ড গড়েছেন মোদি

দেশ ডেস্ক, ১৪ জুন ২০২৪ : টানা তৃতীয় মেয়াদে ভারতের সরকারপ্রধান হিসেবে রবিবার শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদি। দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পর মোদি দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় এসেছেন। এছাড়া কম ভোটের ব্যবধানে জেতার ক্ষেত্রেও মোদি দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী। এর আগে ১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র শেখরের জয়ের ব্যবধান ছিল মোদির চেয়েও কম।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, এ বারের ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। যা মোদীর দলকে কিছুটা অস্বস্তিতে রেখেছে। জোটের শরিকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বিজেপি। এছাড়া এ বারের নির্বাচনের ফলাফলে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো মোদির প্রাপ্ত ভোট। যে ব্যবধানে তিনি উত্তরপ্রদেশের বারাণসী আসনটি জিতেছেন, তা দলের অস্বস্তির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বারাণসী থেকে মোদির জয়ের ব্যবধান এবার ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৫১৩টি ভোট। শতাংশের হিসাবে যা ১৩.৪৯ শতাংশ। গত দুই বারের চেয়ে এই ব্যবধান বিপুল পরিমাণে কমেছে। অর্থাৎ, আগের চেয়ে অনেক কম ভোট পেয়েছেন মোদি।

২০১৪ সালে বারাণসী থেকে ৫.৮১ লক্ষ ভোট পেয়েছিলেন মোদি। ব্যবধান ছিল ৩.৭ লক্ষ। তিনি হারিয়েছিলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। সে

বার ওই কেন্দ্রে কংগ্রেস অজয় রাইকে প্রার্থী করেছিল।

২০১৯ সালে বারাণসীতে মোদির ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি ওই কেন্দ্র থেকে ৬.৭৪ লক্ষ ভোট পেয়েছিলেন। ব্যবধান ছিল ৪.৭৯ লক্ষ। সে বার তার নিকটতম প্রতিপক্ষ ছিলেন সমাজবাদী পার্টির শালিনী যাদব।

গত দু'বার প্রায় চার লক্ষ এবং পাঁচ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন মোদি। এ বার আর তা হয়নি। বারাণসী কেন্দ্রেই এবার তার নিকটতম প্রতিপক্ষ হয়েছেন কংগ্রেসের অজয় রাই। অজয় শুধু মোদির ভোটের ব্যবধানই কমাননি, গণনা শুরুর পর প্রাথমিক 'ট্রেন্ডে' এক বার তাকে পিছনেও ফেলে দিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান বলছে, এটাই মোদির সর্বনিম্ন জয়-ব্যবধান। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীদের ইতিহাসেও এত কম জয়ের ব্যবধান বড় একটা দেখা যায় না।

মোদীর আগে কেবল একজন প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন, যিনি এর চেয়েও কম ভোটে জিতে সাংসদ হয়েছিলেন। তিনি চন্দ্র শেখর। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের সময়ে তিনি কার্যনির্বাহী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সেময় চন্দ্র শেখরের জয়ের ব্যবধান ছিল দেড় লক্ষের চেয়েও কম। শতাংশের বিচারে তা মাত্র ১২.৭৮ শতাংশ। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার মেয়াদ ছিল মাত্র ২২৩ দিনের।

চন্দ্র শেখর ছাড়া দেশের ইতিহাসে আর কোনো প্রধানমন্ত্রী নেই, যিনি দেড় লক্ষের কম ব্যবধানে জিতেছেন। মোদিই ওই তালিকায় দ্বিতীয় সর্বনিম্ন হয়ে রয়ে গেলেন।

জিলহজ মাসের ফজিলত ও আমল

মাহমুদ আহমদ

আরবি বারো মাসের সর্বশেষ মাস জিলহজ। এ মাসটি বছরের চারটি সম্মানিত মাসের একটি। অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এ মাস। এ পবিত্র মাসের ১০ তারিখে কুরবানির ঈদ পালনের মাধ্যমে বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হজরত ইবরাহিম (আ.) ও হজরত ইসমাইল (আঃ)-এর অতুলনীয় আনুগত্য এবং মহান ত্যাগের পুণ্যময় স্মৃতি বহন করে। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মুসলিম উম্মাহ প্রতিবছর হজব্রত পালন ও পশু কুরবানি করে থাকে। হজরত ইবরাহিম (আঃ) ও তার পুরো পরিবারের নজিরবিহীন কুরবানির ইতিহাস মানুষকে যে ত্যাগের শিক্ষা দেয়, তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন মুমিন তার সবকিছুই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকে। হজরত ইবরাহিম (আ.) এবং তার প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইল (আঃ) এবং মা হাজেরার আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশগুলো আল্লাহতায়ালা হজের অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন। আর এ হজ ও কুরবানি সম্পন্ন করে থাকি পবিত্র জিলহজ মাসে। যার ফলে ইসলামে জিলহজ মাসের গুরুত্ব অতি ব্যাপক।

প্রসিদ্ধ হাদিস বিশারদ ইবনে হাজার আসকালানি (রা.) বলেন, জিলহজের প্রথম দশটি দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণ হলো-এ দিনগুলোতে ইসলামের ৫টি রুকনের সমাহার রয়েছে। যেমন-ইমান ও সালাত অন্য দিনগুলোর মতো এদিনগুলোতেও বিদ্যমান। জাকাত বছরের অন্য যে কোনো সময়ের মতো এ সময়েও প্রদান করা যায়। আরাফার দিনে রোজার নির্দেশনার ফলে ইসলামের আরেকটি রুকন-রোজারও দৃষ্টান্ত এই দশকে পাওয়া যায়। আর পঞ্চম রুকন বা হজও। অন্যদিকে কুরবানির বিধান তো কেবল এ দশকেই পালনযোগ্য। তাছাড়া এ দশকেই রয়েছে আরাফা ও কুরবানির দিন, আরাফার দিনের দোয়াকে শ্রেষ্ঠ দোয়া বলা হয়েছে। আর কুরবানির দিনকেও বছরের সেরা দিন বলে আবু দাউদ ও নাসাঈর এক হাদিসে বর্ণিত আছে। সুতরাং মাস হিসাবে রমজান আর দিন হিসাবে এ দশক শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ। সূরা হজের ২৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা আল্লাহর নামের স্মরণ করে নির্দিষ্ট দিনসমূহে।' হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, নির্দিষ্ট দিন বলতে এখানে জিলহজ মাসের প্রথম দশককে বোঝানো হয়েছে। (ইবনে কাসির) এ মাসের নবম দিন ও রাত আল্লাহর কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ দিনটি আরাফাতের ময়দানে সমবেত হওয়ার দিন। আর রাতটি হলো মুজদালিফায় অবস্থানের রাত। বিশেষ করে ৯ জিলহজ রোজা আদায়ের ব্যাপারে প্রিয়নবি সবচেয়ে বেশি আশাবাদী ছিলেন যে, এ দিনের রোজা পালনকারীর বিগত এক বছর এবং আগাম (সামনের) এক বছরের গোনাহ মাফ করে দেবেন। যেভাবে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে মহানবি (সা.) বলেন, 'যে আরাফার দিনের রোজা রাখল অবশ্যই আল্লাহতায়ালা তার এক বছর পূর্বের এবং এক বছর পরের তথা দুই বছরের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন' (মুসলিম)। তবে যারা হজ আদায়ে ওই দিন আরাফায় থাকবেন তাদের জন্য এই বিধান নয়। কেননা হজরত নবি করিম (সা.) আরাফায় থেকে এই রোজা রাখেননি। আরাফায় যারা অবস্থান করবেন তারা যদি রোজা রাখেন তাহলে হয়তো অন্যান্য যে ইবাদত বন্দেগি রয়েছে তা সঠিকভাবে পালন করতে তাদের কষ্ট হতে পারে। তাই আরাফায় যারা অবস্থান করবেন তাদের জন্য রোজা না রাখাটাই শ্রেয়। জিলহজ মাসের প্রথম দশকের ফজিলত সম্পর্কে মহানবি (সা.) বলেন, এমন কোনো দিন নেই যে দিনগুলোর ইবাদত আল্লাহর কাছে জিলহজের প্রথম দশকের ইবাদত থেকে অধিক প্রিয়। জিলহজের প্রথম দশকের প্রত্যেক দিনের রোজা এক বছরের রোজার সমতুল্য। আর প্রত্যেক রাতের ইবাদত লাইলাতুল কদরের ইবাদতের সমতুল্য (তিরমিজি)। মূলত যারা হজে যান তারা জিলহজ মাসের প্রথম দশকে বিশেষ ইবাদতে রত থেকে অতিবাহিত করারই চেষ্টা করে থাকেন। তাই দেখা যায়, ৮ জিলহজ সকাল থেকেই আকাশ বাতাস মুখরিত করে তালবিয়া পাঠ করতে করতে হাজিরা মিনার উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। হজ রত সহল ইবনে সাআদ (রা) বর্ণনা করেন মহানবি (সা.) বলেছেন, 'একজন হজযাত্রী যখন তালবিয়া পাঠ করে তখন তার আশপাশের পাথর-নুড়ি, পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা সবকিছুই সে তালবিয়া পাঠে শরিক হয়' (তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ)। এর পরের দিন অর্থাৎ জিলহজের নবম তারিখটি আরাফার দিন। সেদিন আরাফার ময়দানে অবস্থান করা হজের সবচেয়ে বড় রুকন। এর মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবি (সা.) বলেন, আরাফার দিনের মতো অন্য কোনো দিন আল্লাহ অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন না। সেদিন তিনি দুনিয়ার নিকটবর্তী হয়ে ফেরেশতাদের সঙ্গে গর্ব করে বলেন, দেখ 'আমার বান্দারা এলোমেলো চুল ও ধূলি-ধূসরিত শরীরে আমার দরবারে আগমন করেছে। লাব্বাইকা বলে চিৎকার করছে। তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি সবাইকে মাফ করে দিলাম। অন্য হাদিসে এসেছে, শয়তান আরাফার দিন সবচেয়ে বেশি ধিক্কৃত, অপদস্থ ও ক্রোধান্বিত হয়। কেননা সে তখন আল্লাহর অধিক রহমত এবং বান্দার পাপ মোচন দেখতে পায়' (মেশকাত)। জিলহজ মাসের আমল সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিস থেকে যা পাওয়া যায় তাহলো-মহানবি (সা.) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানি করতে চায়, সে যেন জিলহজের চাঁদ দেখার পর চুল ও নখ না কাটে' (ইবনে মাজাহ)। তাই জিলহজ মাসে প্রবেশ করার আগেই আমাদের চুল ও নখ কেটে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, 'এক ওমরাহ থেকে আরেক ওমরাহর মধ্যবর্তী সময়ের (সগিরা) পাপগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর জান্নাতই হচ্ছে মকবুল হজের একমাত্র প্রতিদান' (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)। এ দিনগুলোতে অধিকহারে তাকবির ইত্যাদি পাঠ করা উচিত। এ বিষয়ক হাদিসে হজরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবি (সা.) বলেন, 'অতএব, তোমরা এই দিনগুলোতে বেশি বেশি করে তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ), তাকবির (আল্লাহু আকবার) এবং তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) পড়বে' (মুসনাদে আহমাদ)। হজরত ইমাম বুখারি (রা.) বলেন, ইবনে ওমর (রা.) ও আবু হুরায়রা (রা.) এ দিনেগুলোতে বাজারে যেতেন এবং বেশি বেশি তাকবির পাঠ করতেন, যাতে লোকরা তাদের থেকে শিখতে পারে। ইবনে রজব (রা.) বলেছেন, বুখারির হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, নেক আমলের মৌসুম হিসাবে জিলহজ মাসের প্রথম দশক হলো সর্বোত্তম সময়, এ দিবসগুলোয় সম্পাদিত নেক আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। হাদিসের কোনো কোনো বর্ণনায় সর্বাধিক প্রিয় শব্দ এসেছে আবার কোনো কোনো বর্ণনায় সর্বোত্তম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহতায়ালা আমাদের সবাইকে জিলহজ মাসের বরকত থেকে কল্যাণ মতি হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন, আমিন।

লেখক : ইসলামি গবেষক ও কলামিস্ট

মক্কায় নামাজের সাওয়াব কতটুকু

প্রশ্ন: মক্কার হোটেলে নামাজ পড়লেও কি এক রাকাতে এক লাখ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যাবে?

উত্তর : জাবির (রা.) বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মসজিদুল হারামে যে কোনো সালাত অন্য জায়গার সালাতের চেয়ে এক লক্ষগুণ বেশি ফজিলতপূর্ণ। (ইবনে মাজাহ, ১৪০৬, মুসনাদে আহমাদ : ১৪৬৯৪)।

মালেকি, শাফেয়ি এবং হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ মত হলো, পুরো হারামের ক্ষেত্রেই এ ফজিলত প্রযোজ্য। সৌদি আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ আবদুল আযীয বিন বায (রহ.) ও একই মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসে মসজিদুল হারাম শব্দ উল্লেখ থাকলেও তার দ্বারা মক্কার পুরো হারাম এরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং মীকাতের ভেতরে যে কোনো জায়গায় সালাত আদায় করলে এক রাকাতে এক লাখ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যাবে। যদিও কা'বা ও কা'বার এরিয়ায় সালাত মক্কার অন্য জায়গার চেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ।

তবে কোনো কোনো আলেম এ মতটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। মতপার্থক্যের ঊর্ধ্বে থাকার জন্য মসজিদুল হারামেই সালাত আদায়ের চেষ্টা থাকা উচিত।

ইতিহাসের প্রথম কুরবানি

মাহমুদ হাসান ফাহিম

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম কুরবানি ছিল মানবজাতির আদি পিতা হজরত আদম (আ.)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবিলের কুরবানি। সেখান থেকেই কুরবানির প্রচলন শুরু হয়। পবিত্র কুরআনে বিশদভাবে সে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'আর আদমের দুই ছেলের কাহিনি আপনি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনান। যখন তারা কুরবানি করেছিল, তাদের একজনের কুরবানি কবুল করা হলো এবং অন্যজনেরটা প্রত্যাখ্যান করা হলো। সে বলল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। অন্যজন বলল, আল্লাহ তো কেবল মুত্তাকিদের পক্ষ থেকেই কবুল করেন। (সূরা মায়িদা : ২৭)।

হজরত আদম ও হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়। হাওয়া (আ.) প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যাসন্তান, এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন শরিয়তের বিধান ছিল, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভাই বোন। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম। কিন্তু পরবর্তী গর্ভের পুত্রের জন্য প্রথম গর্ভে জন্মগ্রহণকারিণী কন্যা সহোদরা বোন নয়। তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহবন্ধন বৈধ। ঘটনাক্রমে কাবিলের সহোদরা বোন ছিল পরমাসুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত ছিল অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী। বিয়ের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত বোন কাবিলের ভাগে পড়ে। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে যায়। সে জিদ ধরে বলল, আমার সহজাত বোনকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। আদম (আ.) তার শরিয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আবদার প্রত্যাখ্যান করলেন। কাবিল তার সিদ্ধান্তে আটল। সে তার বক্তব্য থেকে সরে আসতে নারাজ। এতে উভয়ের মাঝে মতভেদ দেখা দেয়। এ মতভেদ নিরসন করার উদ্দেশ্যে হজরত আদম (আ.) বললেন, তোমরা উভয়েই আল্লাহর নামে কুরবানি পেশ কর। যার কুরবানি গৃহীত হবে, সে ওই কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে। আদম (আ.) নিশ্চিত ছিলেন, যে সৎ পথে আছে, তার কুরবানিই গৃহীত হবে। তখন কুরবানি গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কুরবানিকে ভস্মীভূত করে ফেলত। যার কুরবানি ভস্ম করত না, তা প্রত্যাখ্যাত হিসাবে গণ্য হতো। হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি লালন-পালন করত। তাই সে একটা উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানি হিসাবে পেশ করল। আর কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানির জন্য পেশ করল। নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগুন এসে হাবিলের কুরবানিটি জ্বালিয়ে দিল এবং কাবিলের কুরবানি যেমন ছিল, তেমনই পড়ে রইল। অকৃতকার্য হলো কাবিল। তার কুরবানি গৃহীত হয়নি হাবিলেরটা গৃহীত হয়েছে। কবুল হয়েছে। নিয়ম মাফিক কাবিল তার সহোদরা বোনকে বিবাহ করতে পারবে না। ফলে তার দুঃখ ও ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। আত্মসংবরণ করতে না পেরে প্রকাশ্যে হাবিলকে হত্যার হুমকি দিল। বলল, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলব। হাবিল মার্জিত ও নীতিবাক্য উচ্চারণ করে সহানুভূতি প্রকাশ করে বলল, আল্লার নিয়ম তো এই, তিনি আল্লাহভীরু মুত্তাকিদের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি আল্লাহভীতি অবলম্বন করলে তোমার কুরবানিও গৃহীত হতো। এটাই ছিল মানব ইতিহাসের প্রথম কুরবানি। (তাফসিরে ইবনে কাসির, সূরা মায়িদাহ, ২৭তম আয়াতের তাফসির দ্র.ব্য.)।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	১৪	২:৩৯	৪:৪০	০১:০৬	৬:৩৮	৯:২২	১০:৪৩
শনিবার	১৫	২:৩৯	৪:৪০	০১:০৬	৬:৩৯	৯:২৩	১০:৪৪
রবিবার	১৬	২:৩৯	৪:৪০	০১:০৭	৬:৩৯	৯:২৩	১০:৪৩
সোমবার	১৭	২:৩৯	৪:৪০	০১:০৭	৬:৩৯	৯:২৪	১০:৪৪
মঙ্গলবার	১৮	২:৩৯	৪:৪০	০১:০৭	৬:৪০	৯:২৪	১০:৪৩
বুধবার	১৯	২:৩৯	৪:৪০	০১:০৭	৬:৪০	৯:২৪	১০:৪৩
বৃহস্পতিবার	২০	২:৪০	৪:৪০	০১:০৭	৬:৪০	৯:২৫	১০:৪৪

১৬ বছরের কমবয়সীদের

এ কমিটির কনজার্ভেটিভ চেয়ার রবিন ওয়াকার এমপি বলেন, অত্যধিক স্ক্রিন টাইম ও স্মার্টফোন ব্যবহার শিশু-কিশোরদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার ওপর পরিষ্কারভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

তিনি বলেন, কোনো নিষেধাজ্ঞা বা নিয়ন্ত্রণ না থাকা শিশু-কিশোররা অনলাইনে নিষিদ্ধ জিনিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া সাইবার অপরাধীরা বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে তাদের অপরাধমূলক কাজে সম্পৃক্ত করছে। এসব বিষয়ে তাদের অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংকটের মধ্যে রয়েছে। আর তাই এ সংকট মোকাবেলায় সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, যার মধ্যে ১৬ বছরের কমবয়সীদের স্মার্টফোন ব্যবহার থেকে বিরত রাখার নীতি প্রণয়ন অন্যতম।

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকও ১৬ বছরের কম বয়সীদের কাছে স্মার্টফোন বিক্রি না করার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খোলার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আনার কথা জানিয়ে আসছেন। কিন্তু এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত উর্ধ্বতন পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে কোনো চূড়ান্ত সুপারিশ নেয়া হয়নি।'

শিক্ষা কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, স্মার্টফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ বা নীতিমালা কার্যকরের ক্ষেত্রে পরবর্তী সরকারকে যোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা অফকমের সঙ্গে কাজ করা উচিত। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৬ বছরের কমবয়সীদের জন্য পুরোপুরি স্মার্টফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা, সব ডিভাইসে বিলড ইন প্যারেন্টাল কন্ট্রোল থাকা ও অযাচিত কন্টেন্টে প্রবেশ বন্ধে অ্যাপ স্টোরকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

ইংল্যান্ডের স্কুলগুলোয় মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধে নতুন আইন প্রণয়নের বিষয়ে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে প্রতিবেদনে। এর অংশ হিসেবে ফেব্রুয়ারিতে স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের জন্য নতুন নির্দেশিকা কার্যকর করা হয়। এতে বলা হয়, স্কুলের সময় বা স্কুল চলাকালে তারা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারবেন না।

প্রতিবেদনে বলা হয়, পরবর্তী সরকারকে চলতি বছর শেষ হওয়ার আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের বয়সসীমা ১৩ করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যুক্তরাজ্যের অধিকাংশ প্লাটফর্মে ১৩ বছরের কম বয়সীদের অ্যাকাউন্ট খোলার কোনো সুযোগ নেই।

প্রতিবেদনে একটি গবেষণা তথ্যও তুলে ধরা হয়। সেখানের তথ্যানুযায়ী, ২০২০-২২ সালের মধ্যে ব্রিটেনে শিশুদের স্ক্রিনটাইম ৫২ শতাংশ বেড়েছে। অন্যদিকে ২৫ শতাংশ কিশোর ও তরুণ স্মার্টফোনের প্রতি আসক্ত। সম্প্রতি অফকম প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাজ্যে তিন ও চার বছর বয়সী এক-চতুর্থাংশের কাছে এখন একটি স্মার্টফোন রয়েছে। অন্যদিকে ১২ বছর বয়সের মধ্যেই সবাই স্মার্টফোন ব্যবহার শুরু করে। এছাড়া ১৩ বছর বয়সীদের প্রায় অর্ধেকের বেশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও সক্রিয়।

বেথনাল গ্রীন ও স্টেপনী

তাঁরা হলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশন সমর্থিত প্রার্থী ইমাম ও টিভি প্রেজেন্টার আজমাল মসরুর এবং লিবারেল ডেমোক্রেটের প্রার্থী রাবিনা খান। ইতিমধ্যে বিশিষ্ট আইনজীবী তাসনিম অকুঞ্জি আজ মাল মাসরুরকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। ফলে আজমাল মাসরুর ও রাবিনা খানের মধ্যে আজমাল মাসরুরের পাল্লা ভারি হয়ে ওঠছে। অনেকেই মনে করেন, নির্বাচনে আজমাল মাসরুরই হবেন রুশনারা আলীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি। তবে কেউ কেউ মনে করেন এই আসনে লিবডেমের ৫ হাজারের বেশি রিজার্ভ ভোট রয়েছে। তাই রাবিনা খানই রুশনারা আলীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি হয়ে ওঠতে পারেন। তবে দিন যত ঘনিয়ে আসছে, নির্বাচনী মাঠের চিত্রও বদল হচ্ছে।

নির্বাচনী মাঠ পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, আজমাল মাসরুর এগিয়ে যাচ্ছেন। টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি কোয়ালিশনের ব্যানারে তাঁর পক্ষে জোরালো ক্যাম্পেইন চলছে। তিনি নিজেও জোর ক্যাম্পেইন অব্যাহত রেখেছেন। কমিউনিটির বিভিন্ন সভা-সমাবেশ, অনুষ্ঠানাদীতে হাজির হয়ে নিজের প্রার্থীতা জানান দিচ্ছেন। লিফলেট বিতরণ করছেন। তাই অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, তিনি বেশ এগিয়ে গেছেন। নির্বাচনের এখনও তিন সপ্তাহ বাকি আছে। এই তিন সপ্তাহ তাঁর পক্ষে জোরালো ক্যাম্পেইন অব্যাহত থাকলে সম্ভবত তিনিও শক্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে পারেন।

তবে রুশনারা আলীও বসে নেই। সারা বছর কমিউনিটির অনুষ্ঠানাদীতে খুব একটা দেখা না গেলেও এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজির হচ্ছেন। সুন্দর সুন্দর কথা বলছেন। বাংলাভাষায় কথা বলতে অনীহা থাকলেও ভোটারদের মন জয় করতে সুন্দর উচ্চারণে সিলেটি বাংলায় বক্তৃতা করছেন। টিভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে গোছিয়ে বাংলায় কথা বলছেন। নিজেকে ইসরাইল বিরোধী হিসেবে জাহির করতে ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলছেন। তবে সাধারণ ভোটার এসব নির্বাচনী বৈতরনী পার হওয়ার কৌশল হিসেবেই দেখছে।

আমির আলী নামে বেথনাল গ্রীনের এক বাসিন্দা সাপ্তাহিক দেশকে বলেন, নির্বাচন এলেই আমাদের এমপির দেখা মেলে। কিন্তু নির্বাচন শেষ হলে তিনি উধাও হয়ে যান।

তবে সবকিছুর পর নির্বাচনে ভোটের হিসাব-নিকাশ ভিন্ন। ২০১০ সালে রুশনারা আলী যখন প্রথমবারের মতো এমপি নির্বাচিত হোন তখন তিনি ভোট পেয়েছিলেন ২১,৭৮৪টি। ওই নির্বাচনে লিবডেম থেকে দাঁড়িয়ে আজমাল মাসরুর পেয়েছিলেন ১০,২১০ ভোট। রেসপেক্ট পার্টির প্রার্থী আবজল মিয়া পেয়েছিলেন ৮,৫৩২ ভোট এবং কনজার্ভেটিভ পার্টির প্রার্থী জাকির খান পান ৭,০৭১ ভোট।

কিন্তু পরবর্তী ২০১৫ সালের নির্বাচনে শক্ত কোনো বাঙালি প্রতিদ্বন্দ্বি না থাকায় রুশনারা আলীর ভোট বহুগুণ বেড়ে যায়। ওই নির্বাচনে তিনি ৩২,৩৮৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হোন।

২০১৭ সালের আগাম নির্বাচনেও ফের রুশনারা আলীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আজমাল মাসরুর। নির্বাচনে রুশনারা আলী ৪২,৯৬৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হোন। ওই নির্বাচনে আজমাল মাসরুর পান ৩৮৮৮ ভোট।

২০১৯ সালের আগাম নির্বাচনে রুশনারা আলী পান ৪৪,০৫২ ভোট। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ওই নির্বাচনে তাঁর বিশাল অংকের ভোট প্রাপ্তির মুল কারণ ছিলেন লেবার লীডার জেরেমি করবিন। কারণ ওই বছর করবিনের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিলো। জে রেমি করবিনকে ক্ষমতায় দেখতে সাধারণ মানুষ লেবার পার্টিকে ভোট দিয়েছে। তাই রুশনারা আলীর ভোটের পাল্লা ভারি হয়েছে। তাছাড়া নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য কোনো বাংলাদেশী প্রার্থীও ছিলেন না।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, আগামী ৪ জুলাইর নির্বাচনে রুশনারা আলীর আগের ভোট ব্যাংক নিরাপদ থাকবে না। আজমাল মাসরুর ও রাবিনা খান তাঁর ভোটদুর্গে হানা দিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে পারেন আজমাল মাসরুর। আপাতত দৃষ্টে রুশনারা আলীর বিজয়ের পথ মসৃণ হলেও ভোটের রাজনীতিতে শেষ বলে কোনো কথা নেই। আজমাল মাসরুরের সমর্থকরা নির্বাচনে বিজয়ের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেননা। সবকিছু নির্ভর করতে আগামী তিন সপ্তাহের প্রচারণার ওপর।

এখন দেখার পালা রুশনারা আলীই আসন্ন নির্বাচনে তাঁর এমপি পদ ধরতে রাখছেন, নাকি আজমাল মাসরুর তাঁর ভোটদুর্গে হানা দিতে পারছেন?

ঈদ মোবারক

একাধিক ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। মাইলএন্ড পার্কে খোলা মাঠে আয়োজন করা হবে ঈদ জামাত।

যুক্তরাজ্যের সর্ববৃহৎ মসজিদ ইস্ট লন্ডন মস্ক ও লন্ডন মুসলিম সেন্টার এবার চারটি ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে ৬টায়। এর পরের জামাতগুলো অনুষ্ঠিত হতে সকাল ৮টা, ৯টা ও ১০টায়।

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে সাপ্তাহিক দেশ এর অগনিত পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীকে অগ্রীম ঈদ শুভেচ্ছা। ঈদ আমাদের জীবনে বয়ে নিয়ে আসুক অনাবিল শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধি।

ছুটির নোটিশ

পবিত্র ঈদুল ফেতর উপলক্ষে আগামী দুই সপ্তাহ সাপ্তাহিক দেশ বন্ধ থাকবে। তবে আমাদের অনলাইন সংস্করণ চবিবশ ঘণ্টাই সক্রিয় থাকবে।- সম্পাদক

লন্ডনে বসেই পাওয়া যাবে

হল।

রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার প্রতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রবাসিরা নির্বাচন কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া কীভাবে আরো সহজ করা যায় সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন আন্তরিক। এ বিষয়ে হাইকমিশনের মাধ্যমে লিখিত প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা বিবেচনা করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা হবে।

হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন অনুসারে গত বছর ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় প্রবাসি দিবসে লন্ডন হাইকমিশন ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট এনআইডি কার্ড প্রদানের কার্যক্রম শুরু করে। এর আগে ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে পরীক্ষামূলকভাবে লন্ডন ও ম্যানচেস্টার মিশনে ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট এনআইডি কার্ড-এর নিবন্ধন শুরু হয়। এ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য থেকে ৪২৬৪টি আবেদন জমা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২৬০০ আবেদনকারী হাইকমিশনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। ইতোমধ্যেই এদের ৫২৮ জনের স্মার্ট এনআইডি কার্ড বিতরণের জন্য লন্ডন মিশনে পৌঁছেছে। খুব শীঘ্রই তাঁদের কাছে কার্ড গ্রহণের বার্তা প্রেরণ করা হবে।

যেসব আবেদনকারী এখনো বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেননি তাঁদের অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে হাই কমিশনে এসে আঙুলের ছাপ, আইরিস ও ছবি দেয়ায় জন্য হাইকমিশনার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সুলতান মাহমুদ শরীফ, বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন, লন্ডন বারা অব ক্যামডেনের মেয়র সমতা খাতুন এবং লন্ডন বারা অব বারকিং ও ডেগেনহ্যাম-এর মেয়র মঈন কাদরী।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্রিটিশ-বাংলাদেশি সাংবাদিক সৈয়দ নাহাস পাশা, ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির জামাল হোসেন খান ও জাহাঙ্গির খানসহ কয়েকজন নির্বাচন কমিশনারের হাত থেকে তাঁদের স্মার্ট কার্ড গ্রহণ করেন। তাঁরা যুক্তরাজ্যে ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট এনআইডি কার্ড প্রদান শুরু করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁরা হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম ও লন্ডন দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, ব্রিটিশ-বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

জমজমাট বিতর্কে ঋষি সুনাক-কিয়ার স্টারমার

দেশ ডেস্ক, ১৪ জুন ২০২৪ : বিতর্ক জমে উঠেছে ব্রিটেনের নির্বাচন ঘিরে। বিবিসিতে প্রথম লাইভ টিভি বিতর্কে অংশ নেন প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের নেতা। ৪ জুন সন্ধ্যায় কনজারভেটিভের দলনেতা ঋষি সুনাক ও লেবার লিডার কিয়ার স্টারমারের মধ্যে বিতর্ক হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে শেষ হয়েছে। বিতর্ক নিয়ে করা দুটি জরিপের ফল প্রকাশ পেয়েছে।

ইউগোভ পুল বলছে, ৫১ শতাংশ কনজারভেটিভ পার্টির লীডার ঋষি সুনাকের পক্ষে গেছে আর ৪৯ শতাংশ গেছে স্যার কিয়ার স্টারমারের পক্ষে। অন্যদিকে আইটিভি পরিচালিত সাভান্থা জরিপ বলছে, স্যার কিয়ার স্টারমার এগিয়ে ছিলেন ৪৪ শতাংশ ভোট পেয়ে আর ঋষি সুনাক পেয়েছেন ৩৯ শতাংশ সমর্থন। এ বিতর্কে মূলত ট্যাক্স নিয়ে তর্ক হয়েছে। ঋষি সুনাক দাবি করেছেন, স্যার কিয়ার স্টারমারের ট্যাক্স পরিকল্পনা প্রতি কর্মীর বছরে ২ হাজার পাউন্ড ট্যাক্স বাড়াবেন। এদিকে কিয়ার স্টারমার ঋষি সুনাকের এ বক্তব্য নাকচ করে দিয়েছেন। অন্যদিকে স্যার কিয়ার স্টারমার ঋষি সুনাকের এনএইচএস ওয়েটিং টাইম ও একই সঙ্গে ন্যাশনাল সার্ভিস পরিকল্পনার সমালোচনা করেন। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরপরই প্রচারে নেমে পড়েন তিনি। অন্যদিকে লেবার পার্টি নেতা কিয়ার স্টারমারও থেমে নেই। দুই নেতাই ভোটারদের নিজের দলে ভোট দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন।

কিন্তু আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে খানিকটা বিপদেই রয়েছেন ঋষি সুনাক। কারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর তাঁর দল কনজারভেটিভ পার্টির ৭৮ জন সংসদ সদস্য জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা নির্বাচনে অংশ নেবেন না। তাঁরা চাইছেন নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হোক। এ নিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যেই এক ধরনের কোন্দল সৃষ্টি হয়েছে। গত আট বছরে ঋষি সুনাকের দলের ভিতর কোন্দল শেষই হচ্ছে না। যেটা এ মুহূর্তে লেবার পার্টির জন্য একটি বড় সুযোগ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। প্রধানমন্ত্রী সুনাক এমন একটা সময়ে নির্বাচনের ডাক দিয়েছেন যখন কনজারভেটিভ পার্টির জনপ্রিয়তা বলতে গেলে তলানিতে এসে ঠেকেছে। অন্যদিকে লেবার পার্টি মনে করে, ব্রিটেনে এখন নির্বাচনের প্রয়োজন ছিল। আর ৬১ বছর বয়সি বাম নেতা স্টারমার নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য যোগ্য নেতা।

চার বছর ধরে স্টারমার বিরোধী নেতা হিসেবে আছেন। ভোটারদের কাছে একটাই বার্তা-লেবার সরকার দেশের পরিবর্তন আনবে। দেশের এ বেহাল পরিস্থিতিতে শুধু তারাই দেশটিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্বস্তি থেকে বের করে আনতে পারবে। যুক্তরাজ্যের জনমত জরিপ বলছে, কনজারভেটিভ পার্টি বিরোধী লেবার পার্টির চেয়ে প্রায় ২০ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে তাদের প্রয়োজন ৩২৬ আসন। আবার গার্ডিয়ানে প্রকাশিত জরিপ বলছে, লেবার পার্টি অন্তত ৪৭২টি আসন পাবে। ক্ষমতায় থাকা কনজারভেটিভ পার্টির পাওয়ার কথা ৮৫টির মতো আসন। লিবারেল ডেমোক্র্যাট ও স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি যথাক্রমে ৫০ ও ১৯টির মতো আসন পেতে পারে। বাকি ছোট দলগুলো মিলে পেতে পারে ২৪টির মতো আসন। যেখানে ২০১৯ সালের নির্বাচনে লেবার পেয়েছিল ২০২টি আসন ও কনজারভেটিভ পার্টি ৩৬৫টি। লিবারেল ডেমোক্র্যাট ও স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টি যথাক্রমে ১১ ও ৪৮টি আসন পায়। অন্য ছোট দলগুলো পেয়েছিল ২৩টির মতো আসন। যুক্তরাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী, ২০২৫ সালের জানুয়ারির মধ্যে সাধারণ নির্বাচন কার্যক্রম শেষ করতে হবে। যুক্তরাজ্যের বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ছয় মাস আগে আগাম জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। নানা জল্পনাকল্পনার পর গতকাল বিকালে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট থেকে ৪ জুলাই জাতীয় নির্বাচনের এ ঘোষণা দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী কে হবেন-তা নিয়ে এখনই বলা না গেলেও, দলগুলোর জনপ্রিয়তা, ঐক্য, কোন্দল সবকিছু পর্যবেক্ষণ করলে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে, সুনাক কি পারবেন আবারও প্রধানমন্ত্রী হতে? নাকি নির্বাচনের দৌড়ে এবার স্টারমারই আসন পাবেন?

বেনজীরদের জন্য সংখ্যালঘুরা কি হরিলুটের মাল

জসিম উদ্দিন

সংখ্যালঘু ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশ দুর্দশায় রয়েছে। জাতিকে প্রতারিত করার একটি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে এর ব্যবহার হচ্ছে। একটি শ্রেণী ধূর্ততার সাথে এর ফায়দা লুটছে। ফায়দা নেয়া মানুষের মধ্যে রয়েছে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘুদের কথিত প্রতিনিধিত্বকারী চক্র। এ দুই শ্রেণী অত্যন্ত কৌশলে এর প্রয়োগ করে রাজনৈতিক ও কায়েমি স্বার্থ হাসিল করছে। অন্য দিকে, দুর্বল সংখ্যালঘু শ্রেণী ক্রমাগত জমিজিরাত হারাচ্ছে, ক্ষেত্রবিশেষে নিজেদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছেন।

পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীরের কীর্তিকলাপ অনুসন্ধানে বিষয়টি বোঝা যায়। তিনি গোপালগঞ্জ এবং মাদারীপুরে যে ৬০০ বিঘা জমি হাতিয়ে নিয়েছেন তার বেশির ভাগ হিন্দু সম্প্রদায়ের। সংখ্যালঘুদের কমজোরিকে নিশানা করে অঢেল জমি নিজের নামে বাগিয়ে নিয়েছেন। এতে তিনি র্যাব-পুলিশসহ রাষ্ট্রযন্ত্র সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন। প্রথম আলো এক প্রতিবেদনে সরেজ মিন ভুক্তভোগীদের অবস্থান তুলে ধরেছে।

পত্রিকাটি মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার বড়খোলা গ্রামের সরস্বতী রায়ের কাছে জানতে চেয়েছিলেন তিনি কেন জমি বিক্রি করেছেন। উত্তর দেয়ার বদলে তিনি বিলাপ শুরু করেন। শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন, 'কত কষ্ট হইরা, সুদে টাহা নিয়া জমিটুকু (৩১ শতাংশ) কিনছিলাম। হেই জমিটুকু দিয়া আসা নাগছে।' প্রথম আলোর সাথে সরস্বতীর কথোপকথনে বোঝা গেল এই বিধবা একেবারে নিরীহ ক্ষমতাহীন প্রান্তিক মানুষ। ক্ষমতার অপব্যবহারে ইতোমধ্যে বেনজীর বেকায়দায় পড়েছেন তা-ও তিনি সম্ভবত জানেন না। বেনজীরের ব্যাপারে তার জানাশোনা হচ্ছে 'বড় পুলিশ'। বসতবাড়ির ৫ শতাংশ ছাড়া ভদ্রমহিলার এতটুকুই মোটের ওপর জমি ছিল। এ জমির ফসল দিয়ে টেনেটুনে সংসার চলত, সেটা কেড়ে নেয়া হয়েছে। তার ছেলে রঞ্জন রায় এখন দিনমজুর। সেখানে পাওয়া যায় এ ধরনের আরো কিছু হিন্দু পরিবার তারা সম্পদের সবটুকু জমি বিক্রি করতে বাধ্য হন।

সংখ্যালঘুদের জমি কেড়ে নিতে বেনজীর একটি চক্র গড়ে তোলেন। এ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের নিজেদের মধ্যকার বিরোধকে কূটকৌশলে তিনি বা তার চক্র ব্যবহার করেন। এর মধ্যে ১৪২ শতাংশ জমির মালিক প্রণবের পরিবার। তিনি জানান, জমি নিয়ে ভাইদের মধ্যে বিরোধ ছিল। বাকি দুই ভাইকে মৃত ও ওয়ারিশহীন দেখিয়ে তার কাছ থেকে দলিল করে নেয়া হয়। এ দলিলে শুধু প্রণবের স্বাক্ষর নেয়া হয়। ভুয়া দলিল করার সময় প্রণবকে হুমকি দেয়া হয় বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদের। তিনি বাধ্য হয়ে এ অবৈধ কাজে সায় দেন।

বেনজীর, তার স্ত্রী ও তিন মেয়ের নামে রিসোর্টসহ সবচেয়ে বেশি ৫৯৮ বিঘা জমি পাওয়া গেছে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা ও মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলায়। এ দুই উপজেলা পাশাপাশি এবং বেনজীরের জমিও দুই উপজেলার সীমান্তঘেঁষা। এগুলো হিন্দু অধ্যুষিত। বেনজীর অঢেল সম্পদ হাতাতে এ এলাকাকে নিশানা করেন। এর কারণ হচ্ছে দুর্বলদের করায়ত্ত করা, যারা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবেন না। পত্রিকাটি আরেক তরুণ সঞ্জয় বলকে খুঁজে পায়। তিনি জানান, তার পরিবারের ৩০ বিঘার বেশি জমি জোর করে কিনে নিয়েছে বেনজীর চক্র। ২০১৮ ও ২০১৯ সালে র‍্যাবে থাকার সময় এ বেচাকেনা হয়। বড়খোলা গ্রামের প্রশান্ত দত্ত জানান, তারা সচ্ছল লোক, পৈতৃক সূত্রে পাওয়া জমি বিক্রির কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিন ভাই মোট ২৪ বিঘা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বেনজীরের রিসোর্টটি পড়েছে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার বৈরাগীরটোলায়। পত্রিকাটি এ এলাকার ২৭ জনের সঙ্গে কথা বলেছে। তাদের ২৫ জন বলেছেন, তারা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন।

ফসলের জমি, মাছের ঘের ও রিসোর্ট ঘিরে পুরো এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন বেনজীর। সেখানে পুলিশ র‍্যাব গোয়েন্দা বাহিনীর বলয় তৈরি করে রীতিমতো এক মাফিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সংখ্যালঘুদের তটস্থ করে রাখা হতো সব সময়। তার খামারে কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান সুখ দেব নামে একজন। ভয়ভীতি দেখিয়ে তার পরিবারকে আইনি ব্যবস্থা নেয়া থেকে বিরত রাখা হয়। তার মাছের ঘেরে মাছ ধরার অপরাধে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

হিন্দুদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেয়ার সময়কালটি ছিল বেনজীরের ডিএমপি কমিশনার হওয়ার পর থেকে। সেটা তার ক্ষমতার একেবারে শীর্ষ পদে বহাল হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বাংলাদেশে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ নামে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যদিও তাদের কর্মকাণ্ড রাজনৈতিক বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারা যখন মুসলমানদের লক্ষ্য করে প্রতিক্রিয়া জানান, প্রায় সেটা সীমা ছাড়িয়ে যায়। ভাগ্য ভালো এ দেশের মুসলমানরা সহনশীল কিংবা তারা এ পরিষদকে ভয় পায়। তাই তাদের ব্যাপারে কিছু করা দূরে থাক; প্রতিবাদ করা থেকেও নিবৃত্ত থাকে।

এটা অত্যন্ত রহস্যজনক ব্যাপার যে, এভাবে অসংখ্য হিন্দু পরিবারকে জোরপূর্বক জমি দিয়ে দিতে বাধ্য করা হচ্ছে তা এ পরিষদ জানবে না। তারা নিশ্চয় এ ব্যাপারে জানত। বেশ কয়েক ডজন সংখ্যালঘু পরিবারের সদস্য জমি হারিয়েছেন। তাদের কেউ না কেউ অভিযোগ নিয়ে এ সংগঠনের কাছে অবশ্যই গিয়েছেন। নিরুপায় ধর্মীয় ভাইদের পক্ষে দাঁড়ানোর কোনো তাগিদ তারা বোধ করেননি। ধরে নিলাম ভুক্তভোগীরা তাদের কাছে যাননি। এখনতো বিষয়টি মিডিয়ার মাধ্যমে সারা দেশে প্রকাশ হয়ে গেছে। এখনো কেন বিষয়টি নিয়ে তারা শোরগোল তুলছেন না। তারা কেন বলছেন না, সংখ্যালঘুদের জমি ফেরত দিতে হবে। এটা তারা করছেন না এ জন্য যে, তারা এতে নিজেদের কোনো লাভ দেখেন না।

এর পেছনের কারণটি তাদের আগের ক্রিয়াকর্মের মধ্যেও টের পাওয়া যায়। মূলত ক্ষমতাহীন সংখ্যালঘুদের জন্য এরা কখনো প্রতিকার এনে দেন না। সে জন্য এরা কখনো আন্তরিক হয়ে কাজ করেছেন তা-ও দেখা যায় না। সারা দেশে বর্তমান সরকারের আমলে বহু সংখ্যালঘু পীড়নের নানামাত্রিক ঘটনা ঘটেছে। এগুলো সব ঘটিয়েছেন বর্তমান ক্ষমতাসীনরা। এগুলোর ব্যাপারে কথিত সংখ্যালঘুদের সংগঠন সেভাবে সোচ্চার হয়নি। এ ক্ষেত্রে তারা সংখ্যালঘুদের চেয়েও ক্ষমতাসীনদের স্বার্থ রক্ষায় বেশি মনোযোগ দেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ শাসনে তাদের এ প্রতারণামূলক আচরণ ভালো করে প্রকাশ পেয়ে গেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের হয়ে গলা চড়ানো একটি লাভজনক বিষয়। এতে করে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও নানা ধরনের নগদ প্রাপ্তি ঘটে। এদের একটি অভিজাত শ্রেণীরও বিকাশ হয়েছে বাংলাদেশে। কেবল সংখ্যালঘু হওয়ায় দেশের নাগরিক সমাজ ও প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে এসব অভিজাত জায়গা করে নিচ্ছেন। বিশেষ করে প্রশাসন ও পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নিয়েছেন। সংখ্যালঘুদের নামে গলা চড়ানো আর সরকারের বিভিন্ন পদে থাকা ব্যক্তিরা অভিজাত শ্রেণী। তারা সংখ্যালঘু কার্ডটি ব্যবহার করতে খুব বেশি আগ্রহী। দুর্বল ও উচ্ছেদ হতে যাওয়া লোকজনকে রক্ষায় তাদের কর্মসূচি নেই। বরং সুযোগ হলে দুর্বলদের বলির পাঁঠা হওয়ার বিষয়টি নিজেদের আখের গোছানোর কাজে ব্যবহার করেন এরা।

ইলন মাস্ক কি সত্যিই ট্রাম্পের উপদেষ্টা হবেন

আরওয়া মাদালি

দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও অসহনীয় দুই ব্যক্তি যদি একসঙ্গে হন, তাহলে কী ঘটতে পারে? আসুন সেটা খুঁজে দেখার চেষ্টা করি। গুজব আছে যে ইলন মাস্ক হোয়াইট হাউসে তাঁর একটা কাজের নিশ্চয়তা পাওয়ার আশায় একজন অপরাধীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছেন। সেই ব্যক্তি আর কেউ নন, জালিয়াতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত ও পরবর্তী মার্কিন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ডোনালড ট্রাম্প।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এক খবরে জানিয়েছে, গত মাসে এই জুটি টেলিফোনে বেশ কয়েকবার কথা বলেছে। ট্রাম্প পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তাঁর একজন সম্ভাব্য উপদেষ্টা হিসেবে মাস্কের নিয়োগের বিষয়ে দুজনের মধ্যে আলাপ হয়েছে। ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানাচ্ছে, ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে ইলন মাস্ককে সীমান্ত নিরাপত্তা ও অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টার পদে বসানো হতে পারে।

এসব বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার জন্য প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি মাস্ক? সম্ভবত। দক্ষিণ আফ্রিকার একজন অভিবাসী হিসেবে সীমান্ত নিরাপত্তা বিষয়ে তাঁর সরাসরি অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভাই কিমবাল প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন যে তাঁর ভাই মাস্ক প্রথম যখন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা খুলতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর ভাইয়ের ঠিকঠাকমতো কাজের নথি ছিল না। ২০১৩ সালে এক সম্মেলনে কিমবাল মজার ছলে বলেছিলেন, 'আমরা ছিলাম অবৈধ অভিবাসী।'

ইলন মাস্ক খুব লাজুকভাবে প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, এ ঘটনায় ঠিক দায়টা কার ছিল, সেটা কিন্তু পরিষ্কার নয়। কিন্তু তাঁর ভাই খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন, 'আমাদের কাজ শুরুর করার অনুমোদন ছিল না।' দুই ভাইয়ের এই কথাবার্তা শুনে শ্রোতাদের অনেকে খুব জোরে হেসে উঠেছিলেন। অবৈধ থাকাকালে কেউ কাজ করেছেন, এটা শুনে তাঁদের মধ্যেই হাসি আসতে পারে, যদি তাঁরা ধনী ও শ্বেতাঙ্গ হন। কিন্তু এই দুয়ের বাইরে হলে এ ক্ষেত্রে নির্বাসন ও অপমানের শিকার হতে হবে।

ইলন মাস্ক 'অবৈধ অভিবাসীদের' দোষারোপ করার জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি নিজেই একবার বলেছিলেন, অভিবাসন হলো 'বাইরে থেকে কোনো দেশে আক্রমণের মতো ব্যাপার'।

ইলন মাস্কের মধ্যে সীমানা নিয়ে যে ভণ্ডামি, সেটা নিশ্চয়ই ট্রাম্পের কাছে বিষয় নয়। অভিবাসীদের নিয়ে কট্টর অবস্থান নেওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্ত্রী মেলানিয়ার ব্যাপারে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি। সংবাদমাধ্যমটির অনুসন্ধানে উঠে আসে, মেলানিয়া বৈধভাবে কাজ করার নথি পাওয়ার আগে যুক্তরাষ্ট্রে মডেল হিসেবে কাজ করেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় মাস্ক বলেছিলেন, ট্রাম্পকে তাঁর রাজনীতি থেকে অবসরে পাঠানো হোক, যাতে তিনি শান্তিতে জীবন পার করতে পারেন। মাস্ক বলেন যে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সিকালটা ছিল 'অনেক বেশি নাটকে ভরা। আমরা কি সত্যি সত্যি প্রতিদিনই বুল-ইন-আ-চায়না-শপের মতো একটা উন্মত্ত বা বেপরোয়া পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চাই?

মেলানিয়া তাঁর স্লোভানিয়ান বাবা-মাকে এমন এক প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, যেটাকে ট্রাম্প প্রশাসন অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেছিল এবং খুব আগ্রাসীভাবে 'চেইন মাইগ্রেশন' নামের সেই প্রক্রিয়া অবসানের চেষ্টা করেছিল। এখন মাস্ক ও ট্রাম্প এই চুক্তিতে আসতে পারেন যে 'আইনকানুন অন্যদের জন্য, আমাদের জন্য নয়।'

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ট্রাম্পকে মাস্ক কোন পরামর্শটা দিতে পারেন? ইলন মাস্কের কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের কাছ থেকে আরও বেশি ভর্তুকি আদায় করে নিতে পারে। এরই মধ্যে সরকারের কাছ থেকে ৪ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলার ভর্তুকি পেয়েছে ইলনের কোম্পানিগুলো। হতে পারে সরকারের সঙ্গে অভিবাসীদের মঙ্গলে পাঠানোর একটা চুক্তি তিনি করে ফেলতে পারেন। অথবা এর আগে মজার ছলে মাস্ক যেটা বলেছিলেন, সে রকম করে ইউক্রেনে 'লেজারসহ স্পেস ড্রাগন' পাঠাতে পারেন।

যা-ই হোক, ভবিষ্যতে মাস্ক ট্রাম্পকে যে পরামর্শই দিন না কেন, সেটা হবে যতটা নীতি, তার থেকে অনেক বেশি হবে চটকদার প্রচারণার কৌশল।

কিন্তু এত আগে সবটা কল্পনা করা ঠিক হবে না। ট্রাম্প এখনো প্রেসিডেন্ট হননি। আর ইভাঙ্কা ট্রাম্পের আগের সেই পদের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই বলে ইলন মাস্ক দাবি করেছেন। গত বৃহস্পতিবার মাস্ক টুইট করে জানান, 'ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সিতে গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদে যাওয়ার ব্যাপারে কোনো আলোচনা হয়নি।'

এখন পর্যন্ত ইলন মাস্কের দিক থেকে ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়নি। এই সম্পর্ক অবশ্যই উল্লেখ করার মতো একটা পরিবর্তন। ট্রাম্প ও মাস্ক–দুজনের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে থাকার একটা বাতিক আছে। দুজনের বিশাল যে আত্ম-অহম সেটাই অতীতে দুজনের মধ্যে ঝামেলা বাধানোর কারণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে ২০২২ সালের ঘটনাটির কথা বলা যাক। ট্রাম্প ইলন মাস্ককে একজন 'বুলসিট আর্টিস্ট' (অতিরঞ্জিত ব্যক্তি) হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। কারণ, ইলন মাস্ক বলেছিলেন, তিনি কখনো রিপাবলিকানদের ভোট দেননি।

এর প্রতিক্রিয়ায় মাস্ক বলেছিলেন, ট্রাম্পকে তাঁর রাজনীতি থেকে অবসরে পাঠানো হোক, যাতে তিনি শান্তিতে জীবন পার করতে পারেন। মাস্ক বলেন যে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সিকালটা ছিল 'অনেক বেশি নাটকে ভরা। আমরা কি সত্যি সত্যি প্রতিদিনই বুল-ইন-আ-চায়না-শপের মতো একটা উন্মত্ত বা বেপরোয়া পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চাই?

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, শতকোটিপতিদের একটি দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, 'হ্যাঁ, আমরা সেই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চাই। মাস্কই একমাত্র অতি ধনী নন, যিনি ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন।' দুঃখজনকভাবে গত সপ্তাহেই সম্পদশালী দাতাদের একটা অংশ সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্পের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন।

শুক্রবার ইলন মাস্ক নিশ্চিত করেছেন ট্রাম্পকে নিয়ে এক্সে (সাবেক টুইটার) টাউন হল স্টাইলে একটা লাইভস্ট্রিম করবেন।

আরওয়া মাদালি : গার্ডিয়ানের কলাম লেখক (ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত, গার্ডিয়ান থেকে অনূদিত)।

গৌরবের ২০ বছর পুর্ণ করলো এলএমসি

বিক্রি দিতে চেয়েছিলেন জমির মালিক। তখন স্থানীয় কাউন্সিল ও ডেভোলাপার কোম্পানীর সাথে লড়াই করতে হয়েছিলো। কমিউনিটির মানুষের আন্দোলনের মুখে কাউন্সিল জায়গাটুকু লন্ডন মুসলিম সেন্টারের জ ন্য বরাদ্দ দিতে বাধ্য হয়েছিলো। টেলকোর (বর্তমানে সিটিজেনস ইউকে) সহায়তায় চালানো আন্দোলনে কমিউনটির মানুষ সফল হয়েছিলেন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রয়াত কমিউনিটি নেতা নীল জে মসন।

২০০১ সালে প্রিন্স চার্লস (যুক্তরাজ্যের বর্তমান রাজা তৃতীয় চার্লস) লন্ডন মুসলিম সেন্টারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এরপর ২০০২ সালে শুরু হওয়া নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় ২০০৪ সালে। এতে ব্যয় হয়েছিলো ১০.৪ মিলিয়ন পাউন্ড । এই সেন্টার কমিউনিটির মানুষের ডনেশন এবং বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল লন্ডন ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, ইউরোপীয় ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ও টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

উদ্বোধনের দিন মক্কার মসজিদে হারামের প্রধান ইমাম শায়খ আব্দুর রহমান সুদাইসের ইমামতিতে ১৫ হাজ ারের বেশি মানুষ এক সাথে নামাজ পড়েছিলেন। সেদিন গোটা কমিউনিটির দীর্ঘদিনের একটি লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছিলো।

গত দুই দশক ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার বহু মানবিক কাজের জন্য উল্লেখযোগ্য তহবিল সংগ্রহে মাইলফলক অর্জন করে। এই সেন্টারে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন ।

ইএলএম এবং এলএমসি লন্ডনের মুসলিম কমিউনিটির জন্য বিভিন্ন সেবা এবং সুযোগ-সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত করে, যার মধ্যে রয়েছে ৩৩টি পৃথক প্রকল্প। যেমন নার্সারি, স্কুল এবং একটি বিজনেস উইং। এলএমসিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় লন্ডন ইস্ট একাডেমি সেকেন্ডারি স্কুল এবং আল-মিজান প্রাথমিক স্কুল। এই স্কুল থেকে ইতোমধ্যে ১০০ জনেরও বেশি হাফিজ তৈরি হয়েছেন।

এলএমসি প্রতিষ্ঠায় সফল্যের ধারাবাহিকতায় মহিলাদের জন্য একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠা করা হয় মারিয়াম সেন্টার।

যেহেতু লন্ডনের মুসলিম কমিউনিটি দিনদিন বড় তাই ইস্ট লন্ডন মস্ক তার সেবার পরিধিও বৃদ্ধি করছে। চলমান তৃতীয় ধাপের সম্প্রসারণ প্রকল্প এই প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যা মসজিদে মানুষের ধারন ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করেছে। আমরা আমাদের কমিউনিটির অব্যাহত সহযোগিতার জন্য কমিউনিটির মানুষের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আ মরা আশাকরি কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ তাঁদের সহযোগিতার হাত সবসময়ই প্রসারিত রাখবেন। যাতে আমরা গত ২০ বছরের ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে আ রও উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারি এবং লন্ডনের মুসলিম এবং বৃহত্তর কমিউনিটির জন্য বহুমুখী সেবা কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

২০ বছর পুর্তি লগ্নে ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ এক বিবৃতি বলেন, আমরা এই অসাধারণ প্রতিষ্ঠানটিকে বাস্তবে রূপ দিতে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। কমিউনিটির মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এতো বিশাল অর্জন কিছুতেই সম্ভব ছিলোনা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

প্রেসিডেন্ট পদে শক্ত লড়াইয়ে মহিব চৌধুরী ও রফিক হায়দার

প্রেসিডেন্ট পদে মনির আহমেদ, ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স ডাইরেক্টর মঈন উদ্দিন, মেম্বারশীপ ডাইরেক্টর আব্দুল মুমিন, কমিউনিটি এফেয়ার্স ডাইরেক্টর আহমেদ হাসান এবং প্রেস এন্ড পাবলিসিটি ডাইরেক্টর পদে মিজবাহ আহমেদ বিএস চৌধুরী।

এছাড়া নমিনেশন জমা পড়েনি দুটি পদে। পদ দুটি হলো নর্থইস্ট রিজি ওনাল প্রেসিডেন্ট এবং নর্থ ওয়েস্ট রিজিওনাল প্রেসিডেন্ট।

চেম্বারের ১৩টি পদে জমজমাট নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও পুরো নির্বাচনে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রেসিডেন্ট পদ।

আগামী ২০ জুন বিবিসিসিআই'র বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন। তাতে ৩৫ জন ডাইরেক্টর ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন মর্যাদাশীল এই সংগঠনের আগামী দিনের কান্ডারীকে।

নির্বাচনে কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইমিগ্রেশন জাজ বেলায়েত হোসাইন, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ জ ুবায়ের ও ব্যারিস্টার খালেদ নূর।

বৃটেনের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক
সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
প্রতি শুক্রবার সকল মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে গ্রোসারী শপে
বিজ্ঞাপনে বিশেষ অফার
যোগাযোগ করুন
07940 782 876, 020 3540 0942

রিজেন্সীতে বসেছিলো মানুষের মেলা

থেকে পালকি, কিংবা রিকশা প্রায় সবখানেই ছিল বাঙালীয়ানার ছাপ। আরো ছিল কনের ল্যাহেঙা, শাড়িসহ ফার্নিচার। আগত দর্শনার্থীরা উপভোগ করেন ভিন্নমাত্রার এই অনুষ্ঠান।

বরেণ্য শিল্পীদের গান আর খ্যাতনামা মডেলদের ফ্যাশন শোতে প্রাধান্য পায় বাংলাদেশী ঐতিহ্য। এছাড়াও রুমিনা- ১০১ এর মত স্যোশাল মিডিয়া সেলেব্রিটি এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশী মডেলদের নিয়ে ছিল চোখ ধাধানো ফ্যাশন শো। আবায়া এবং হিজাব এই ফ্যাশন শো কে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা। বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্ক এর জ নপ্রিয় উপস্থাপক স্যাস বেঙ্গলীর উপস্থাপনায় মেলায় প্রায় ২ হাজার দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে।

লন্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ারের এমডি ও চ্যানেল এস এর সিনিয়র প্রডিউসার আহাদ আহমদ ও সিইও সোহানা আহমদ জানান, বাংলাদেশী ডিজাইনার বা নতুন অন্ট্রপনারদের তুলে ধরার পাশাপাশি বিয়ের খরচ কমিয়ে আনায় ছিল এই আয়োজনের লক্ষ্য। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি ও আগত দর্শনার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান আ য়োজকরা ।

পার্ল এ্যাডভার্টাইজিংয়ের উদ্যোগে, লাক্স ফার্নিশিং এর সৌজন্যে এবং রয়েল রিজেনসির সহযোগিতায় ছিল ক্যাটারার্স, মেকআপ আ র্টিস্ট এবং কার সার্ভিস থেকে জুয়েলার্স। এক ছাদের নিচে ছোট-বড় প্রায় ৫০ টি স্টলেই ছিল আকর্ষণীয় ছাড়।

এসময় হ্যরো কাউন্সিলের মেয়র সেলিম চৌধুরী, নিউহ্যাম কাউন্সিলের সিভিক মেয়র রাহিমা রহমান, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর ব্যারিস্টার সায়েফ উদ্দিন খালেদ, চ্যানেল এস ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল, ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি সাইদুর রহমান রানু, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন এর সভাপতি ওলী খান এমবিই, বিবিসিএর সভাপতি তোফাজ্জল মিয়া, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক চৌধুরী এবং বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের ও সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ, ব্রিটিশ বাংলাদেশি হুজহুর ফাউন্ডার আব্দুল করিম গনি, রয়েল রিজেন্সির এমডি আব্দুল বারি, লিড স্পনসর লাক্স ফার্নিশিং এর ডিরেক্টর আমরান রহমান ক্যাটারিং সার্কেলের ফাউন্ডার আব্দুল হক, সিনিয়র সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ, বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ ও কমিউনিটির বিশিষ্ট জনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অনুষ্ঠানে গাজাবাসীর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ২ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এছাড়াও এই আয়োজন সফল করার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় স্পনসরদের। আগামীতে আরও নতুনত্ব নিয়ে আসার পরিকল্পনা আয়োজকদের। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হ্যাকনি সাউথ ও শর্ডিচ আসনে এমপি প্রার্থী শাহেদ হোসাইন

মুহাম্মদ শাহেদ হোসাইন। একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ফাইনান্স কন্সালটেন্ট এবং রাজনীতিবিদ। কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমেরিকা, ইউকে এবং কানাডাতে।

কম সময় ইউকেতে নিজের একাউন্টেন্ট ফার্ম ব্যবসায় অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। কাজ করছেন বিশ্বের বিভিন্ন কর্পোরেট কোম্পানিগুলোতে। সবকিছু ছাড়িয়ে তিনি একজন সমাজসেবক এবং রাজনীতিবিদ। তাইতো রাজনীতির মাধ্যমে জনগণের এবং কমিউনিটির সেবা করতে চান।

শাহেদ হোসাইন এবার প্রার্থী হয়েছেন সেন্ট্রাল লন্ডনের একেবারে কাছেই হ্যাকনি সাউথ ও শর্ডিচ আসনে। যুদ্ধ বিরোধী নেতা জর্জ গ্যালওয়ের দল ওয়ার্কার্স পার্টি ব্রিটেনের মনোনিত প্রার্থী তিনি । এবারের নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে তিনি খুবই আশাবাদী। বিশেষ করে তাঁর দল গাজা ইস্যুতে সোচ্চার ভূমিকা রাখছে ব্রিটেনজুড়ে।

এছাড়াও সেন্ট্রাল লন্ডনের একেবারে কাছে থাকার পরও হ্যাকনি সাউথ ও শর্ডিচ আসনটি অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধা বঞ্চিত বলে মনে করেন তিনি। এই আসনের জনগণের সত্যিকারের ভাগ্য উন্নয়নে তিনি কাজ করতে চান। বিশেষ করে স্থানীয় এলাকায় ক্রাইম কমিয়ে আনা, সব ক্ষেত্রে ফান্ডিং বাড়ানো এবং এনএইচএস এর সার্ভিস মান আরো উন্নত করতে চান। তরুনদের জন্য কাজের সুবিধা, বয়স্কদের সেবার পরিধি বাড়ানো এবং মহিলাদের জন্য সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কাজ করতে চান শাহেদ হোসাইন। সর্বোপরি হ্যাকনি সাউথ ও শর্ডিচ আসনটিকে লন্ডনের মধ্যে একটি স্মার্ট এবং মডেল আসনে পরিনত করতে চান তিনি। এই আসনটিতে বিগত দিনে স্থানীয় এমপির ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরেন শাহেদ হোসাইন।

শাহেদ হোসাইন দুই সন্তানের জনক। উচ্চ শিক্ষিত, ভদ্র এবং পরিমার্জিত শাহেদ হোসাইন কানাডায় পড়ালেখা করেছেন। মাত্র ২০ বছর আগে ইউকেতে পাড়ি জমান তিনি। এদেশে এসে সফলতার সাথে আরো পড়াশোনার পর ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন । গড়ে তুলেন নিজের একাউন্টেন্সি ফার্ম। স্বাবলম্বী হয়ে উঠেন অর্থনৈতিকভাবে কমিউনিটি এবং সমাজসেবায় তার অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। তার চারিটি সংস্থা এথনিক ইন্টিগ্রেশন সোসাইটির মাধ্যমে অভিবাসীদের কল্যাণে কাজ করছেন। তাদের অধিকার আদায়ে ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাচ্ছেন।

শাহেদ হোসাইন একটি রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। তার পৈত্রিক নিবাস সিলেটের বিয়ানীবাজারে। তার বড় ভাই সারোয়ার হোসাইন কানাডা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। গত নির্বাচনে তিনি এমপি প্রার্থী ছিলেন বিয়ানীবাজার এবং গোলাপগঞ্জ আসনে।

শাহেদ হোসাইন মনে করেন নির্বাচনে তার বিজয়ের অনেকটাই সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির প্রতি জনগন অনেকটাই বিরক্ত এবং লেবার পার্টি গাজা ইস্যুতে মানবতাবাদী মানুষকে হতাশ করেছে। তাদের ভূমিকার কারণে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে লেবার পার্টি থেকে। তিনি আশাবাদী এবার ওয়ার্কার্স পার্টিকে বেছে নিবেন ভোটাররা। শাহেদ হোসাইনের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামোর উন্নয়ন, জনগনের সঠিক মজুরী বৃদ্ধি, অপরাধ দমন করে তরুণদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা, টেক্স থ্রেশলড বাড়ানো এবং প্যালেস্টাইন ইস্যুতে সোচ্চার ভূমিকা রাখা ।- ইব্রাহিম খলিল

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

গৌরবের ২০ বছর পূর্ণ করলো এলএমসি

কমিউনিটির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা

দেশ ডেস্ক, ১৪ জুন ২০২৪ : ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইস্ট লন্ডন মসজিদসংলগ্ন লন্ডন মুসলিম সেন্টার প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পূর্ণ করলো। ২০০৪ সালের ১১জুন খুলে দেওয়া এই সেন্টারটি এ বছরের ১১জুন গৌরবের ২০ বছর উদযাপন করেছে।

ইস্ট লন্ডন মস্ক, লন্ডন মুসলিম সেন্টার ও মারিয়াম সেন্টার কমপ্লেক্সে এখন একসঙ্গে প্রায় ১০ হাজার মানুষ নামাজ পড়তে পারছেন। লন্ডনের মুসলিম কমিউনিটির জন্য এটি একটি বিশাল মাইলফলক। এলএমসি প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। তবে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা সহজ ছিলোনা। ইস্ট লন্ডন মসজিদ সংলগ্ন যে স্থানটিতে আজ লন্ডন মুসলিম সেন্টার গৌরবের সাথে দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাটুকু একটি বিলাসবহুল প্রপার্টি ডেভেলপার কোম্পানীর কাছে ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

বিবিসিসিআই নির্বাচন ২০ জুন

প্রেসিডেন্ট পদে শক্ত লড়াইয়ে মহিব চৌধুরী ও রফিক হায়দার

দেশ রিপোর্ট ঃ যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের অন্যতম শীর্ষ সংগঠন বৃটিশ বাংলাদেশ চেমবার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর (বিবিসিসিআই) নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। পূর্ব লন্ডনে সংগঠনের বোর্ড রুমে ১১ জুন মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে।

মোট ১৩টি পদে নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও শুধু প্রেসিডেন্ট পদে ভোটাভুটি হচ্ছে। এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহিব উদ্দিন চৌধুরী ও বাংলা টাউন ক্যাশ এন্ড ক্যারির চেয়ারম্যান রফিক হায়দার।

নির্বাচনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন, দুই ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে আবুল হায়াত নুরুজ্জামান ও কুটি মিয়া। ডাইরেক্টর জে নারেল পদে দেওয়ান মাহদী এবং ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল পদে এমদাদ আহমেদ, ফাইন্যান্স ডাইরেক্টর পদে হেলাল খান, লন্ডন রিজিওনের ---- ২২ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk